Zero-Sum
you win or you lose

ONE LINER STUDY MATERIAL FOR

WBCS PRELIMS 2019

INDIAN POLITY

Bengali Version

Zero-Sum Online Academy Private Limited

Zero-Sum Online Academy Private Limited

WHO WE ARE:

We are a group of Young Enthusiasts, Entrepreneurs, Civil Servants, Experienced Teachers, Life Coaches, motivators who believe in encouraging you to become a great leader! We are constantly engaged to develop such a learning system where studies will be more engaging, scientific and useful. All of our online free and paid courses are sincerely and scientifically crafted in such a way that it will enable our followers to learn with fun, flexibility and feasibility.

WHY ZERO-SUM?

Because we believe encouraging and developing the leadership skill that is there in you. We believe making great leaders for our nation!

HOW WE DO IT?

By reinforcing the positive traits in personality, sharing success strategies, giving insights of the administration and making learning easy!

WHAT WE OFFER?

Online classes, video lecture series, podcasts, study material, mock test, motivation, seminars, conferences, mental toughness training, personality development course, exam strategies and so on...

Click the link below to visit

OUR OFFICIAL WEBSITE **OUR OFFICIAL CHANNEL** **OUR OFFICIAL PAGE**

ভারতের সংবিধান

- সংবিধান হল একটি **রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন।**
- ভারতকে একটি **জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা সংবিধানের প্রধান লক্ষ্য** ।
- ১৯৩৪ সালে ভারতের জন্য একটি সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দাবি তোলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা **এম .এন রায়**(মানবেন্দ্রনাথ রায় ,আসল নাম নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) ।
- **১৯৩৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস** সংবিধান রচনা করার জন্য একটি গণপরিষদের সরকারী ভাবে দাবি তোলেন ।
- **১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে জহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন ভারতীয় দের দ্বারা সংবিধান রচনা করার ।**
- ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার সেই দাবি মেনে নেন এবং **আগস্ট ওফারের** প্রস্তাব দেন ।
- **১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ক্রিপস মিশন** ভারতে আসে ভারতীয় সংবিধান রচনা হেতু ।কিন্তু মুসলিম লিগের বিরোধিতার কারণে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয় ।
- **অবশেষে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় ১৯৪৬ সালে একটি গণপরিষদ গঠিত হয় ।**
- **গণপরিষদ হল জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এমন একটি সংস্থা, যা দেশের সংবিধান রচনা করে।**
- **গনপরিষদের মোট আসনসংখ্যা ছিল ৩৮৯।** তার মধ্যে ব্রিটিশ –শাসিত প্রদেশসমূহের জন্য বরাদ্দ ছিল **২৯৬টি আসন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯৩টি আসন** ।
- **দেশীয় রাজ্যসমূহের আসন গুলির প্রার্থী ছিল মনোনিত ।**
  ব্রিটিশ –শাসিত প্রদেশসমূহের আসনের প্রার্থী ছিল জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত ।
- **১৯৪৬ সালের জুলাই –আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ –শাসিত** প্রদেশসমূহের ২৯৬টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
- **তার মধ্যে কংগ্রেস ২০৮টি আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়।**
- গণপরিষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৮০টি আসনের মধ্যে **৭৩টি আসনে মুসলিম লিগ প্রার্থীরা জয়ী হন।**

গণপরিষদের গঠন (১৯৪৬ সালে)

ব্রিটিশ –শাসিত প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি	২৯৬
কংগ্রেস	২০৮
মুসলিম লিগ	৭৩
ইউনিয়নিস্ট	১
ইউনিয়নিস্ট মুসলিম	১
ইউনিয়নিস্ট তফশিলি জাতিসমূহ	১
কৃষক প্রজা পার্টি	১
তফশিলি জাতি ফেডারেশন	১
শিখ (অ -কংগ্রেস)	১
কমিউনিস্ট	১
নির্দল	৮
মোট	২৯৬
দেশীয় রাজ্যসমূহের মনোনীত প্রতিনিধি	৯৩
মোট	৩৮৯

- **১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নতুন দিল্লির 'কনস্টিটিউশন হলে বেলা ১১টায় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।** মুসলিম লিগের সদস্যরা ওই অধিবেশনে যোগদান করেননি।
- তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি জে.বি. কৃপালনির প্রস্তাবক্রমে পরিষদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য **সচ্চিদানন্দ সিঙ্ঘকে গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি বা চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান** হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
- **১১ই ডিসেম্বর ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।** he was the 1st chairman of constituent assembly.(question ans format should be included to distinguish between the confusion)
- বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে **১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট একটি খসড়া কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হয়।**
- **বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে** গঠিত এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ শাহেদুল্লাহ, ডি. পি. খৈতান ও বি. এল. মিত্র।
- **১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর যে –সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়, তাতে একটি প্রস্তাবনা ছাড়াও সর্বমোট ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তফশিল ছিল।** 26th November constitution day.
- **১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশনে বসে। ওই অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।**
- **১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের কার্যকর হয়। এই দিনটিকে বর্তমানে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' (Republican Day) হিসেবে সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয়।**
- উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill) গণপরিষদকে **'ভারতের কেবল একটি বৃহৎ সম্প্রদায়' (Only one major community of India)** –এর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা বলেছিলেন
- সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন আইনবিদ। তাই আইভর জেনিংস (lvor Jennings) গণপরিষদকে **'আইনজীবীদের স্বর্গ'** (lawyers' paradise) বলে বর্ণনা করেছেন।

গণপরিষদে গঠিত কয়েকটি বিশেষ কমিটি ও তার সভাপতিগণ

খসড়া কমিটি (Drafting Committee)	**ড. বি আর আম্বেদকর**
স্টিয়ারিং কমিটি (Steering Committee)	**ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ**
মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত সাব কমিটি (Fundamental Rights Sub-Committee)	যে বি কৃপালনি
কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কিত কমিটি (Union Powers Committee)	**পন্ডিত নেহরু**
কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি (union Constitution Committee)	**পন্ডিত নেহরু**
প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কমিটি (States Committee)	পন্ডিত নেহরু
সভার কার্যাবলি সম্পর্কিত কমিটি (Committee on the Functions of the Constituent Assembly)	জি ভি মাভলঙ্কার
মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু বিষয়, আদিবাসী বিষয়-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি (Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities tribal and Excluded Areas)	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
সংখ্যালঘু সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি (Minorities Sub-Committee)	এইচ সি মুখার্জি
জাতীয় পতাকা সম্পর্কিত অ্যাডহক কমিটি (Ad hoc Committee on the National Flag)	ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ

মনে রাখতে হবে :

1. **১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় (Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India)**
2. ২৬শে নভেম্বর দিনটি **ভারতে সংবিধান দিবস (Constitution Day)** হিসাবে পালিত হয়
3. **১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকরী হয়।(The Constitution of India came into effect on 26 January 1950)**
4. সংবিধান প্রবর্তনের স্মৃতিতে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি তারিখটি **প্রজাতন্ত্র দিবস (Republic Day) হিসেবে উদযাপন করা হয়** ।
5. **১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণার স্মৃতিতে ২৬ জানুয়ারি তারিখটি সংবিধান প্রবর্তনের জন্য গৃহীত হয়েছিল।**lahore session
6. **সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় (২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯) এটিতে ছিল ২২টি পার্ট, ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি তফশিল। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে আছে ২৫টি পার্ট, ৪৪৮টি অনুচ্ছেদ এবং ১২টি তফশিল।**

7. **ভারতের সংবিধান বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান।**
8. **সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছে মোট 2 বছর 11 মাস এবং 17 দিন।**
9. সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদ মোট 11টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সবকটি অধিবেশনের মোট কার্যক্ষম দিন ছিল 165 দিন।
10. **1946 সালের 9 ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন** হলে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন মোট 207 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
11. **সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান (Drafting Committee) ড. ভীমরাও রামজি আম্বেডকর ছিলেন** ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি। আম্বেডকরকে **'ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা** হয় ।উনি **বাংলা থেকে সংবিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন; উনি দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন ।**
12. প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের সচ্চিদানন্দ সিজ্ঘকে গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি বা চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
13. **ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের (Constituent Assembly) স্থায়ী চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন** ।
14. **1947 সালের 22 জুলাই,** গণপরিষদ কর্তৃক স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার নকশা মঞ্জুর ও গ্রহণ করা হয়। (পতাকাটির নকশা তৈরি করেছিলেন পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া নামক অন্ধ্রপ্রদেশের এক বাসিন্দা) ।
15. **ভারতীয় সংবিধান প্রেমবিহারী নারায়ণ রাইজাদা নিজ হাতে ইটালিক ফন্টে সুন্দর করে লিখেছিলেন হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় ।** এবং সমগ্র সংবিধানটি সুন্দর চিত্রাঙ্কনে সাজিয়ে তুলেছিল **নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রিরা।**

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

1. বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল সংবিধান। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রণ
2. **সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ**
3. **সংবিধানের প্রাধান্য-** ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংবিধানের প্রাধান্য। সংবিধান কেবল দেশের সর্বোচ্চ আইনই নয়, সেই সঙ্গে সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নাগরিক –অধিকারের উৎসস্থল।
4. **যুক্তরাষ্ট্রিয় ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণঃ-** যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য, যথা –(ক) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, (খ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন এবং (গ) নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অস্তিত্ব ভারতে বিদ্যমান।

5. **আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতিগতভাবে এককেন্দ্রিক।** কারণ, ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারে এমন সব ব্যবস্থা সংবিধানে আছে, যেগুলির মাধ্যমে সর্বত্রই কেন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই কে.সি. হোয়ার (K.C. Wheare) ভারতীয় সংবিধানকে **'যুক্তরাষ্ট্র –প্রতিম' (quasi - federal) বলে অভিহিত করেছেন।**
6. **জম্মু ও কাশ্মীরের 'বিশেষ মর্যাদার ব্যবস্থাঃ** ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জম্মু ও কাশ্মীরকে সংবিধানের **৩৭০ নং ধারা অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা (special status) প্রদান।**
7. ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিচারালয়ের প্রাধান্য এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন।
8. **এক – নাগরিকত্বের ব্যবস্থাঃ** ভারতীয় সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বি- নাগরিকত্ব (Dual Citizenship) স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বলার কারণ (Reasons For Calling India a Federation) :

- স্বাধীন ভারতের সংবিধানে কোথাও ভারতকে **'যুক্তরাষ্ট্র'** বলে অভিহিত করা হয়নি, বরং একে **'রাজ্যসমূহের একটি সংঘ (a Union of states)** বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।
- তবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা না হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার নিম্নলিখিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে লক্ষ্য করা যায়।

১. **লিখিত ও দুষ্পবিবর্তনীয় সংবিধান** - যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল লিখিত ও দুষ্পবিবর্তনীয় সংবিধানের অস্তিত্ব। বিশেষ ভাবে লিখিত হওয়ার জন্য **ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ আকার ধারন করেছে।**

Note: **ইংল্যান্ডের সংবিধান লিখিত নয়**

২. **ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত-** যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সংবিধানের প্রাধান্য। ভারতীয় সংবিধানের কোথাও সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বর্ণনা করা না হলেও সংবিধানে বলা হয়েছে যে, **পার্লামেন্ট সংবিধান বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা বাতিল বলে গন্য হবে।**

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORM FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

৩. **কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন-** যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন। ভারতে এই নীতিটি গৃহীত হয়েছে। এখানে ক্ষমতা-বন্টন নীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত বিষয়ে **তিনটি তালিকা রয়েছে** যথা –

(i) কেন্দ্রীয় তালিকা, (ii)রাজ্য-তালিকা এবং (iii)যুগ্ম তালিকা।

৪. **নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য।** ভারতের প্রধান ধর্মানিরপেক্ষ বা সুপ্রিমকোর্ট কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বা রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে নিরপেক্ষভাবে তার মীমাংসা করেন।

ভারতের সংবিধান রচনার উৎস

- **ভারতীয় সবিধানকে প্রায় সময়ই a bag of borrowings নামে অভিহিত করা হয়** । কারণ এটি লেখা হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ সংবিধানের ধারা গুলি নিয়ে । এইজন্য ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের সেরা সংবিধান রুপে গণ্য করা হয় ।
- তবে ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থা ও ব্রিটিশ ভারতে প্রণীত বিভিন্ন **আইন বিশেষ করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন** ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান উৎস হিসাবে ধরা হয় ।

উৎস	সংবিধানে গৃহীত বিষয়সমূহ
ভারতশাসন আইন, 1935	১) **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো,** ২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা, ৩) রাজ্যপাল।
গ্রেট ব্রিটেন	১) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা,** ২) আইনের শাসন ও আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, ৩) **একক নাগরিকত্বের ধারণা, ৪) দ্বি – কক্ষবিশিষ্ট সংসদ,** ৫) লোকসভার নিকট মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা, ৬) লোকসভার স্পিকার, ৭) প্রধানমন্ত্রী, ৪) রাষ্ট্রপতি, ৯) শক্তিশালী নিম্নকক্ষ, ১০) পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	**১) প্রস্তাবনা, ২) মৌলিক অধিকার, ৩) বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং বিচারবিভাগীয় পুনর্বিবেচনা, ৪) সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতি,** ৫) রাজ্যসভার চেয়ারম্যানরূপে উপরাষ্ট্রপতি, ৬)

	অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থা।
সোভিয়েত রাশিয়া	১) **মৌলিক কর্তব্য, ২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ৩) ন্যায়বিচার।**
আয়ারল্যান্ড	১) রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত সদস্য, ২) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, ৩) **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ।**
অস্ট্রেলিয়া	১) যুগ্ম তালিকা, ২) প্রস্তাবনার ভাষা, ৩) ব্যাবসাবাণিজ্য –সংক্রান্ত নিয়ম বা বিধি। **৪) যৌথ অধিবেশন।**
কানাডা	১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী কেন্দ্রেরুপস্থিতি, ২) **কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতাবন্টন এবং কেন্দ্রের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতার বন্টন।**
দক্ষিণ আফ্রিকা	**সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি।**
জার্মান	**জরুরি অবস্থা এবং জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ –সংক্রান্ত নিয়ম।**
সুইডেন	লোকপাল –সম্পর্কিত ধারণা।
জাপান	সুপ্রিমকোর্টের কার্যপরিচালনার নিয়মাবলি

ব্রিটিশ ভারতে প্রবর্তিত আইন সমূহ

রেগুলেটিং আইন	1773	(1) এই আইনের মাধ্যমে **ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নজরদারি শুরু হয়।** **(2) কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।**
পিটের ভারতশাসন আইন	1784	6 জন সদস্য দ্বারা বোর্ড অব কন্টোল গঠিত হয়।
চার্টার আইন	1813	চার্টার আইনের মাধ্যমে চা বাণিজ্য এবং চিনে বহির্বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্যের অবসান ঘটানো হয়।**
চার্টার আইন	1853	(1) ভারতবর্ষে সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত সুদৃঢ় করা হয়। **(2) আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়।**
ভারতশাসন আইন	1858	**(1) ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে ন্যস্ত করা হয়।** (2) ভারতসচিব (Secretary of State for India) পদটির সৃষ্টি হয়।
ভারতীয় পরিষদ আইন	1861	**(1) এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা হয়।**

		কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। (2) আংশিকভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। (3) গভর্নর জেনারেলের অর্ডিন্যান্স জারিরা ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।
ভারতীয় পরিষদ আইন	1892	প্রাদেশিক আইনসভাকে বাজেট পর্যালোচনা করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।
ভারতীয় পরিষদ আইন বা মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন	1909	(1) কেন্দ্রে ও প্রদেশে আইন পরিষধের সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয়। **(2) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রথার প্রবর্তন করা হয়।** (3) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুত্রপাত ঘটানো হয়।
ভারতশাসন আইন	1919	(1) স্বয়ওশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। **(2) কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করা হয়।** (3) শাসনকার্যে ভারতীয়দের অধিকহারে নিযুক্ত করা হয়।
ভারতশাসন আইন	1935	**(1) এই আইনের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান রচনা করা হয়** **(2) ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্টীয় শাসনব্যবস্থা গরে তোলা হয়।** (3) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে তিনটি তালিকার মাধ্যমে শাসনক্ষমতার বন্টন করা হয়। যথা—কেন্দ্রীয় তালিকা, প্রাদেশিক তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। (4) যুক্তরাষ্টীয় আদালত গঠন করা হয়।

প্রস্তাবনা (Preamble)

- প্রস্তাবনা হল সংবিধানের **ভূমিকা বা মুখবন্ধ।**
- এই প্রস্তাবনায় ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতি ও আদর্শের কথা ব্যক্ত হয়েছে । প্রস্তাবনায় ভারতকে **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** (Sovereign, Socialist, Secular ,Democratic Republic) বলে অভিহিত করা হয়েছে ।
- পূর্বে কেবলমাত্র প্রস্তাবনায় **সার্বভৌম,গণতান্ত্রিক,প্রজাতন্ত্র** (Sovereign, Democratic Republic) **এই তিনটি শব্দ ছিল।**

- **১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনী আইনের দ্বারা প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ (Socialist, Secular) শব্দ দুটি যোগ করা হয় ।**
- ভারতীয় সংবিধান প্রস্তাবনাটি **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসরণে** রচিত হয়েছে।
- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় **উল্লিখিত স্বাধীনতা (Liberty) ,সাম্য (Equality) এবং ভ্রাতৃত্বের (Fraternity) আদর্শ ফরাসি বিপ্লবের (French Revolution -1789) আদর্শ থেকে গৃহীত হয়েছে।**
- ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার **জনক পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু । ১৯৪৬ সালের ১৩ই নভেম্বর গণ-পরিষদে প্রস্তাবনাটি উল্লেখ করেন ।**
- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে ভারতীয় **'সংবিধানের আত্মা'** বলে মনে করা হয় ।

প্রস্তাবনায় বিবৃত হয়েছে,

"**We, THE PEOPLE OF INDIA**, having solemnly resolved to constitute

India into **a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC**

REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, Social, Economic and Political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this **twenty-sixth day of November**, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION".

- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিতে প্রকৃতপক্ষে একটি **জনকল্যাণকারী রাষ্ট্র (Welfare state)** হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে ।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy unlimited support till Success!

মুখ্য শব্দের অর্থ :

- **সার্বভৌম** - সম্পূর্ণরুপে **বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত** রাষ্ট্র।
- **সমাজতান্ত্রিক** - রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তির মালিকানা থাকবে না।
- **ধর্মনিরপেক্ষ-** রাষ্ট্রের কোনো জাতীয় ধর্ম থাকবে না।রাষ্ট্র কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না, ধর্মের ভিত্তিতে কোনো কর আরোপ করবে না।
- **গণতান্ত্রিক-** জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে।
- **প্রজাতন্ত্র-** রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভারতের কোনও রাজা বা একনায়কের স্থান নেই। ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ।
- **ন্যায়বিচার** (Justice) - সামাজিক ,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ।
- **স্বাধীনতা**(Liberty)- চিন্তা ,মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা ।
- **সমতা** (Equality)-সুযোগ ও মর্যাদার সমতা ।
- **ভ্রাতৃভাব** (Fraternity) - ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধিকরা

প্রস্তাবনা কী সংবিধানের অংশ ও সংশোধন যোগ্য ?

- **১৯৬০ সালে বেরুবারি ইউনিয়ন** মামলায় সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় **প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়।**
- **১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে এসে রায় দেন প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্যতম অংশ এবং তা সংশোধনও করা যায় । যেমন করা হয়েছিল ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনীতে । প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক ,ধর্ম নিরপেক্ষ এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতী এই কথা গুলি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয় । আজ পর্যন্ত সংবিধানের প্রস্তাবনাটি ঐ একবারে সংশোধন করা হ য়েছে ।**
- **১৯৯৫ সালে এল আই সি কেস** (LIC Case) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একই রায় দেন যে প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্যতম অংশ ।

সুতরাং বলাচলে প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্যতম অংশ ও সংশোধন যোগ্য ।

ভারতের রাজ্যগঠন (Territory of Union)

- সংবিধানের **১ নং আর্টিকল থেকে ৪ নং আর্টিকল** পর্যন্ত দেশ ও রাজ্যগঠনের কথা বলা হয়েছে ।
- ১নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে ইন্ডিয়া অর্থাৎ **ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের ('Federation of States') পরিবর্তে 'রাজ্যসমূহের একটি সংঘ' ('Union of States')** বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ১নং ধারায় অনুযায়ী ভারতের সমগ্র অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।
  যথা ১. রাজ্যসমূহের অঞ্চল ২.কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও ৩. ভারত সরকার চাইলে যে গুলিকে অধিগ্রহণ করতে পারবে সেই সব অঞ্চল ।
- **আর্টিকল ২** - পার্লামেন্টের সম্মতিতে **দেশের বাইরের** কোন **অঞ্চল অন্তর্ভূক্তির কথা বলা হয়েছে ।**
- **আর্টিকল ৩** - পার্লামেন্টের সম্মতিতে **দেশের ভিতরে** কোন নতুন **রাজ্যগঠন ,রাজ্যের সীমানা ও আয়তন পরিবর্তন এবং রাজ্যের নামের পরিবর্তনের কথা** বলা হয়েছে ।

  Note **:(আর্টিকল ২ এবং আর্টিকল ৩ এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। আর্টিকল ২ দেশের বাইরের অঞ্চল নিয়ে এবং আর্টিকল ৩ দেশের ভিতরের অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)**
- **আর্টিকল ৪** -এই আর্টিকলে বলা হয়েছে পার্লামেন্ট চাইলে সিম্পল মেজোরিটির জোরে আর্টিকল ২ ও আর্টিকল ৩ এ দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে ।**এর জন্য আর্টিকল ৩৬৮ সংশোধনী ধারার প্রয়োজন পড়বেনা ।**

ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ইতিহাস :-

- দেশভাগের প্রাক্কালে **৫৫২টি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে ৫৪৯টি স্বাধীন রাজ্যে ভারতে যোগদান করে । কিন্তু তিনটি রাজ্য হায়দ্রাবাদ , জুনাগড় ও কাশ্মীর ভারতে যুক্ত অরাজি হয় ।**
  অবশেষে ভারত সরকার ,

✓ **হায়দ্রাবাদ রাজ্যটিকে সামরিক বলে (Police action -Operation Polo) ,**

✓ **জুনাগড় রাজ্যটিকে ভোটের দ্বারা (Referendum) ও**

✓ **কাশ্মীর রাজ্যটিকে সংযোজন প্রণালী দ্বারা (Instrument of Accession) নিজ শাসন ক্ষমতায় নিয়ে আসে ।**

- ১৯৫০ সালে ভারতে ২৯টি রাজ্যছিল যারা চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত ছিল ।পার্ট A ও পার্ট B তে ছিল ৯টি করে রাজ্য । **পশ্চিমবঙ্গ ছিল পার্ট A তে** । পার্ট C তে ছিল ১০টি রাজ্য ও পার্ট D তে ছিল একমাত্র আন্দামান ও নিকোবর ।
- কিন্তু রাজ্যগঠন নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে **১৯৪৮ সালে 'ধর কমিশন' নিয়োগ করা হয়** ।ধর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী **ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের পরিবর্তে শাসন করার সুবিধার্থে রাজ্যগুলি গঠন করা হোক** ।
- **১৯৪৯ সালে JVP কমিটিও (জহরলাল নেহেরু ,বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভী সীতারামাইয়া কমিটি)** একই সুপারিশ করে রিপোর্ট জমা দেয় ।
- 1953 **সালে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু ভাষাভাষী ভারতীয়দের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলনরত পট্টি শ্রীরামালু 56 দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন।** সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার 1953 **সালের ডিসেম্বর মাসে তেলুগু ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য 'অন্ধ্রপ্রদেশ' নামক একটি অঙ্গরাজ্য গঠন করতে বাধ্য হয়। ভাষায় ভিত্তিতে গঠিত ভারতের প্রথম অঙ্গরাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ।**
- **১৯৫৩ সালে ভারত সরকার তিন সদস্যিও 'ফজর আলি কমিশন' নিয়োগ করে (বাকি দুই সদস্য কে এম প্যানিককার ও এইচ এন কুঞ্জরু)।**
- **ফজর আলি কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় ১৯৫৫ সালে। সেখানে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয় ।**
- **অবশেষে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার ভারতীয় পার্লামেন্টে 'ভারতীয় অঙ্গরাজ্য পুনর্গঠন আইন-১৯৫৬' পাস করে যার মাধ্যমে মূলত ভাষায় ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ১৪টি অঙ্গরাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়।**
- **১৯৬০ সালে বম্বে** দুই ভাগে ভাগ হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট গঠিত হয়
- **১৯৬১ সালে ১০ম সংশোধনীর** দ্বারা দাদরা ও নগর হাভেলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয় ।
- **১৯৬২ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা গোয়া ,দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয় । পরে ১৯৮৭ সালে গোয়া রাজ্যের মর্যাদা পায় ।**
- **১৯৬৩ সালে আসাম** ভেঙে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠন করা হয় ।
- **১৯৬৬ সালে 'শাহ কমিশনের' ভিত্তিতে পাঞ্জাব রাজ্য ভেঙে হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয় । পরে ১৯৭১ সালে হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের মর্যাদা পায়।**

- ১৯৭২ সালে মনিপুর ,ত্রিপুরা ও মেঘালয় রাজ্যের এবং মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ **(অরুণাচল প্রদেশ তখন NEFA-North-East Frontier Agency নামে পরিচিত ছিল)** কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে।
- **১৯৭৪ সালে সিক্কিম ভারতে যোগ দিতে চায় ।ফলে ৩৫তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা সিক্কিমকে সহযোগী রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে ভারতে যুক্ত করানো হয় । এই জন্য নতুন করে আর্টিকল ২ A এবং দশম তফসিল সংবিধানে নিয়ে আসা হয় ।**
- **1975 সালে 36তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে, সিকিম ভারতের 22তম অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।**
- **১৯৮৭ সালে** মিজোরাম ,অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়া রাজ্যে মর্যাদা পায় ।
- **2000 সালে** তিনটি নতুন ভারতীয় অঙ্গরাজ্য—ছত্তিশগড়, ঝড়খন্ড এবং উত্তরাঞ্চল গঠিত। মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড়, বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ ভেঙে তৈরি হয় উত্তরাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের বর্তমান নাম উত্তরাখন্ড।
- **২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটি ভেঙে তেলেঙ্গানা নামক একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে। তেলেঙ্গানা ২৯তম রাজ্য ।**
- **তাহলে ১৯৫৬ সালের ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জায়গায় বর্তমানে ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত ।**

নাগরিকত্ব (Citizenship)

- **ভারতীয় একক নাগরিকত্বের ধারণা ব্রিটিশ সংবিধান অনুসারে নেওয়া হয়েছে । উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম মেনে আমেরিকায় দ্বিনাগরিকত্ব প্রদান করা হয় ।**
- ভারত যুক্তরাষ্ট্র নয় তার অন্যতম প্রমাণ ভারতের সংবিধানে একক নাগরিকত্বর উল্লেখ । **সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে আর্টিকল ৫ থেকে আর্টিকল ১১ পর্যন্ত নাগরিকত্বর কথা বলা আছে ।**
- **ভারতীয় নাগরিকতা আইনটি (Citizenship Act, 1955) পাশ হয় ১৯৫৫ সালে ।** এর পর ১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০১৫ সালে মোট ৮বার এটি সংশোধন হয় ।
- ভারত জনগণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে যথা দেশি ও বিদেশি । দেশিয় মানে এদেশের জনগণ তারা সবধরনের বেসামরিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পাবে কিন্তু বিদেশিরা সেই সব সুবিধা নাও পেতে পারে ।
- বিদেশিদের আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা **মিত্র মনোভাবাপন্ন দেশের নাগরিক ও শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশের নাগরিক ।**

- **আর্টিকল ২২ অনুসারে 'উপযুক্ত কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবেনা'(Protection against arrest and detention)এই আইনটি মিত্র মনোভাবাপন্ন দেশের নাগরিকরদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা ।**

ভারতের নাগরিকতা অর্জন :

পাঁচ রকম ভাবে ভারতের নাগরিকতা অর্জন করতে পারা যায় ।

১.জন্মসূত্রে (Birth)
২. উত্তরাধিকারসূত্রে (Descent)
৩.নথিভূক্তকরণ (Registration)
৪.অনুমতিক্রমে (Naturalisation)
৫. ভারতভুক্তিকরণে (Incorporation of territory)

- **আর্টিকল ৯ অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক অন্যকোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারত সরকার তখন ভারতীয় নাগরিকত্ব বিলোপ করে দিতে পারে ।**
- **আর্টিকল ১১ অনুসারে পার্লামেন্ট চাইলে** কোন ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব দিতেও পারে বা বিলোপও করতে পারে ।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

- **ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে আর্টিকল ১২ থেকে আর্টিকল ৩৫ এর মধ্যে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।**
- মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত ধারণা **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান (Bill of Rights) থেকে গৃহীত হয়েছে।**
- সংবিধানের তৃতীয় অংশটিকে বলা হয় ভারতীয় সংবিধানের **ম্যাগনাকার্টা** ।

- **বর্তমানে ৬টি মৌলিক অধিকার আছে। কিন্তু সংবিধান রচনাকালে ৭টি মৌলিক অধিকার ছিল ।**

- ১৯৭৮ সালে(মোরাজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন) ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 'সম্পত্তির অধিকার' (Right to property) টিকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয় ।

- সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার আর্টিকল ৩১ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল । কিন্তু বর্তমানে 'সম্পত্তির অধিকার' এটি একটি আইনি অধিকার (Legal Rights) এবং সংবিধানে আর্টিকল ৩০০(A) এর অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ

আর্টিকল	মৌলিক অধিকার
১৪-১৮	সাম্যের অধিকার
১৯-২২	স্বাধীনতার অধিকার
২৩-২৪	শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
২৫-২৮	ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
২৯-৩১	সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার
৩২	সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ঠ্য

১.মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ।

২. মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে ।

৩.পার্লামেন্ট চাইলে মৌলিক অধিকার সংযোজন বা বিলোপ করতে পারে ।তবে তা একমাত্র সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমেই সম্ভব।

৪. জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় আর্টিকল ২০ এবং আর্টিকল ২১ ছাড়া বাকি মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখা যেতে পারে ।

৫. **আর্টিকল ১৯ এ যে ছয়টি অধিকার দেওয়া আছে সেগুলি তখনই স্থগিত রাখা যেতে পারে যখন জাতীয় জরুরি অবস্থা(National Emergency) বহিঃশত্রু আক্রমণের ফলে বা যুদ্ধাকালীন পরিস্থিতির জন্য(war or external aggression) ঘোষণা হবে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার (সামরিক বিদ্রোহর কারণে-armed rebellion) জন্য জাতীয় জরুরি ঘোষণা হলে আর্টিকল ১৯ এর ছয়টি অধিকার স্থগিত রাখা যায় না ।**

6. আর্টিকল ৩৩ এর বলে পার্লামেন্ট সামরিক বাহিনী,পুলিশ বাহিনী ,গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রিত বা বাতিল করতে পারে ।

7. আর্টিকল ৩৪ অনুসারে কোন একটি জায়গায় সেনা শাসন (Martial Law or 'military rule') লাগু হলে মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখা যেতে পারে ।

8. **আর্টিকল ১৩ অনুসারে কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার মৌলিক অধিকার খর্ব হয় তাহলে তিনি বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন ।যদি ব্যক্তিটির দাবি যথার্থ হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট (আর্টিকল ৩২) বা হাইকোর্ট (আর্টিকল ২২৬) রিট জারি করে পুনরুদ্ধার করতে পারবে ।**

সাম্যের অধিকার (Right to equality)-আর্টিকল ১৪-১৮

- আর্টিকল ১৪-আইনের চোখে ভারতের সকল নাগরিক সমান । **রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'** (equality before law) **কিংবা 'আইন সমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত'** (equal protection of laws) হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবেনা ।
- **আর্টিকল ১৫ -জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করবেনা।**
- ১৬(১)- সরকারি চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বা সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে ।
- ১৬(৪) - অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য সরকারি পদে সংরক্ষণ ।
- ১৬(৫)- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ ।

- **আর্টিকল ১৭ (Abolition of untouchability) - অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।সংবিধানের এই নির্দেশে ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন (Untouchability Offences Act) প্রণীত হয়েছে ।**
- **আর্টিকল ১৮ (Abolition of titles) -এই আর্টিকলে কোনরুপ উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।**

স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom) - আর্টিকল ১৯-২২

- **সংবিধানের ১৯ নং ধারানুসারে, ভারতবর্ষের নাগরিকদের ৬টি 'মৌলিক স্বাধীনতা' দেওয়া হয়েছে। পূর্বে এই মৌলিক স্বাধীনতার সংখ্যা ছিল ৭টি ।**
- **১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 'সম্পত্তির অধিকার' মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়ার ফলে আর্টিকল ১৯র সাত নম্বর মৌলিক স্বাধীনতা 'সম্পত্তি দখল ,অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার'- টিও বাদ চলে যায় ।**

আর্টিকল ১৯ র ৬টি মৌলিক স্বাধীনতা (Six Rights) হল-

i. বাকস্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের অধিকার
ii. শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার
iii. সংঘ বা সমিতি বা কোওপারেটিভ সোসাইটি গঠনের অধিকার
iv. ভারতবর্ষের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
v. ভারতবর্ষের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
vi. যে-কোনো বৃত্তি,পেশা গ্রহণ বা ব্যাবসাবাণিজ্য করার অধিকার।

আর্টিকল ২০(১) এ উল্লেখ আছে আইন ভঙ্গের অপরাধে কোন ব্যক্তিকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দিতে হবে। কোন নতুন আইন প্রণয়ন করে পূর্ব সম্পাদিত অপরাধের বিচার করা যাবেনা।

আর্টিকল ২০(২)- কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবেনা।

আর্টিকল ২০(৩)- অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায়না ।

২১ নং ধারানুসারে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি (Procedure established by law) ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার **জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (Protection of Life and Personal Liberty)।**

আর্টিকল ২১ এর মধ্যে নিম্নলিখিত অধিকার গুলি উল্লেখ আছে –

মানুষের সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার । সুস্থ পরিবেশ অর্থাৎ দূষণমুক্ত জল ও বায়ু পাবার অধিকার ও বিপজ্জনক কলকারখানা থেকে সুরক্ষা থাকার অধিকার। জীবিকার অধিকার । **গোপনীয়তার অধিকার । আশ্রয়ের অধিকার। স্বাস্থ্যের অধিকার । ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার অধিকার । বিনা পয়সায় আইনি সাহায্য পাবার অধিকার । তথ্যের অধিকার ।**

- **২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ২১-A আর্টিকলটি সংযোজন হয় ।**
- ২১-A ধারা অনুযায়ী শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে । বলা হয়েছে রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার(Free and compulsory education) ব্যবস্থা অবশ্যই করবে

আর্টিকল ২২ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত নিয়মাবলি)- এই ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে সংগত কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা যায়না ।**আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা ।**

২২(৩) নং আর্টিকলে বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তিকে নির্বতনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) বলে আটক করা হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে উপরিউক্তো নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবেনা ।

২৩-২৪ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation)

আর্টিকল ২৩ অনুসারে - মানুষ ক্রয় বিক্রয় ,বেগার খাটানো (বিনা পারিশ্রমিকে কোনো ব্যক্তিকে শ্রমদানে বাধ্য করা), শিশু এবং মহিলা পাচার,দেবদাসী করে রাখা ,গণিকাবৃত্তিতে নামানো যাবেনা।

JOIN LIVE ONLINE COURSE WITH
ZERO-SUM

এই কারণে **Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; the Minimum Wages Act, 1948; the Contract Labour Act, 1970 and the Equal Remuneration Act, 1976** প্রভৃতি আইনগুলি তৈরি হয়

এই আইন ভঙ্গকরলে পার্লামেন্টের **১৯৫৬ সালে আনা Immoral Traffic (Prevention),1956-অনুযায়ী অভিযুক্তের** বিচার করা হবে ।

আর্টিকল ২৪ - খনি, কারখানা অথবা বিপজ্জনক কাজে ১৪ বছরের কমবয়সি শিশু নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই কারণে Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, **The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016**, the Employment of Children Act,1938; the Factories Act, 1948; the Mines Act, 1952; the Merchant Shipping Act, 1958; the Plantation Labour Act, 1951; the Motor Transport Workers Act, 1951; Apprentices Act, 1961; the Bidi and Cigar Workers Act, 1966 আইন গুলি আনা হয় ।

২৫-২৮ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার(Right to freedom of religion)

আর্টিকল ২৫ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার ,ধর্মপালন ওধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে ।

আর্টিকল ২৬ অনুযায়ী কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় সংস্থা স্থাপন ,রক্ষণাবেক্ষণ , নিজ ধর্মবিষয়ক কার্হকলাপ পরিচালনার অধিকার , স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করতে পারবে ।

Note: আর্টিকল ২৫ ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আর্টিকল ২৬ ধর্মীয় সংস্থার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে ।

আর্টিকল ২৭ ধর্মীয় কাজে কোন ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যাবেনা ।

আর্টিকল ২৮ সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদান করা যাবেনা ।

২৯-৩১ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (Cultural and Educational Rights)

আর্টিকল ২৯-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে ভাষা গত ও ধর্মীয় দুই পড়ে ।

আর্টিকল ৩০- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন

আর্টিকল ৩০ (১-A) নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র যদি সংখ্যালঘু শ্রেণির কোন সম্পত্তি গ্রহণ করতে চাইলে তাকে পুরো ক্ষতি পূরণ দিতে হবে ।

৩২ -সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার- (Right To Constitutional Remedies)

মৌলিক অধিকার গুলিকে সুরক্ষিত করতে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সংবিধানের ৩২ নং ও ২২৬ নং ধারায় উল্লেখ আছে ।

আর্টিকল ৩২ এ উল্লেখ আছে যে সাংবিধানিক প্রতিবিধান পাওয়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ।

ড. বি আর আম্বেদকর সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিকে ভারতীয় **সংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র (It is the very soul of the Constitution and the very heart of it'.)** বলে বর্ণনা করেছিলেন ।

আর্টিকল ৩২ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ও ২২৬ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টগুলি আদেশ বা নির্দেশ জারিকরে অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন ।

১৯৫০ সালের পূর্বে কেবলমাত্র কলকাতা , বম্বে ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই ক্ষমতা ছিল বর্তমানে সব হাইকোর্টের এক্তিয়ারেই এই ক্ষমতা আছে ।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট এই অধিকার গুলি বলবৎ করার জন্য বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus),পরমাদেশ (Mandamus) ,প্রতিষেধ (Prohibition) , অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warrantor) এবং উৎপ্রেষণ(Certiorari) নামক পাঁচটি লেখ(Writ) ,নির্দেশ(Direction) বা আদেশ(Order) জারি করতে পারে ।

বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) - 'লাতিন' শব্দ হ্যাবিয়াস করপাস যার অর্থ 'সশরীরে হাজির করা'('to have the body of')। **এই রিটের মাধ্যমে আদালত কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়।** আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তির নির্দেশ দেয়।

পরমাদেশ (Mandamus) : ম্যান্ডেমাস-এর অর্থ "We Command"(আমরা আদেশ দিচ্ছি) - সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট এই রিটের মাধ্যেমে **কোন অধস্তন আদালত ,সরকার, সরকারি ব্যক্তি ,প্রতিষ্ঠানকে তার কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়।** তবে রাষ্ট্রপতি ও কোন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই পরমাদেশ জারি করা যায়না ।

প্রতিষেধ (Prohibition)- এর অর্থ 'to forbid'('নিষেধ করা')। **এই রিটের মাধ্যমে উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করার নির্দেশ দেয়।**

অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warrantor): এর অর্থ 'কোন অধিকারে'('by what authority or warrant')।

কোন ব্যক্তি যে পদ অধিকার করে থাকে সেই পদের জন্য তার দাবি কতখানি যুক্তি সংগত তা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট অধিকার পৃচ্ছার মাধ্যমে খতিয়ে দেখেন এবং দাবি অবৈধ হলে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারেন ।

উৎপ্রেষণ (Certiorari) - এর অর্থ 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'(to be certified' or 'to be informed') । সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট চাইলে কোন মামলার স্বার্থে বা অধস্তন আদালতের ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যে বাধাদানের উদ্দেশ্যে মামলাটি উচ্চ আদালতে প্রেরণ করতে পারে । পৌর প্রতিষ্ঠান গুলির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে এরুপ আদেশ ।

রিট জারি করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায় ।

- **সুপ্রিমকোর্ট এই রিট কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারের স্বার্থেই জারি করতে পারে ।কিন্তু হাইকোর্ট এই রিট মৌলিক অধিকার ছাড়াও অন্যান্য আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রেও জারি করতে পারে ।**
- আর্টিকল ৩২ যেহেতু মৌলিক অধিকার তাই সুপ্রিম কোর্ট এই রিট জারি করতে বাধ্য । কিন্তু ২২৬ নং ধারা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়েনা তাই হাইকোর্ট রিট জারি নাও করতে পারে । **এই কারণে সুপ্রিম কোর্ট কে বলা হয় মৌলিক অধিকার গুলির রক্ষাকর্তা ও গ্যারেন্টার ।**
- **আর্টিকল ৩৩** অনুযায়ী পার্লামেন্ট চাইলে সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার বাতিল বা স্থগিত রাখতে পারে ।
- **আর্টিকল ৩৪** - সামরিক আইন জারি থাকলে মৌলিক অধিকার গুলি স্থগিত রাখা যেতে পারে ।
- **আর্টিকল ৩৫** - এই ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট চাইলে মৌলিক অধিকারের স্বার্থে কিছু আইন প্রনয়ণ করতে পারে ।

আর্টিকল ৩৫ (A)

- **আর্টিকল ৩৫ (A) -এই ধারায় জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দারা বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে।**

- **এই ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য বিধানসভা স্থির করতে পারে রাজ্যের 'স্থায়ী বাসিন্দা' কারা এবং তাঁদের বিশেষ অধিকার কী হবে।**
- কেবল স্থায়ী বাসিন্দারাই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে সম্পত্তির মালিকানা, সরকারি চাকরি বা স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পান।
- রাজ্যের বাসিন্দা কোনও মহিলা রাজ্যের বাইরের কাউকে বিয়ে করলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও সম্পত্তির উপরে অধিকার থাকে না।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (Directive Principle of State Policy)

- সংবিধানের **চতুর্থ অংশের ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।**
- **আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে** ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংযোজিত হয়েছে
- রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ দ্বারা ভারতকে **জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়েতোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে ।**
- বি আর আম্বেদকরের মতে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহর সাথে মিল পাওয়া যায় ১৯৩৫ সালের **গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এক্টের অন্তর্গত** 'Instrument of Instructions' **সাথে** ।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় যথা-

সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) আদর্শ ,গান্ধিবাদী (Gandhian) আদর্শ এবং উদারনৈতিক(Liberal) আদর্শ।

সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) আদর্শ

৩৮ নং ধারা- রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এবং ধনবন্টনের সমতা নিয়ে একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধনে ব্রতী হবে

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

৩৯ নং ধারা - সকল নাগরিকের জন্য জীবিকার সুযোগ , সম্পদ ও উপকরণ গুলির কেন্দ্রীভবনের হাত থেকে রক্ষা, শিশুদের বেড়ে ওঠার সুপরিবেশ, স্ত্রী ও পুরুষের সমপরিমান কাজে সমবেতন ব্যবস্থা করা ,শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতি খেয়াল রেখে কর্মবন্টন ।

৪১ নং ধারা-রাষ্ট্র জনগণকে বেকারত্ব, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় সাধ্যমতো সাহায্যে করবে

৪২ নং ধারা - সুস্থ কর্ম পরিবেশ এবং মাতৃত্ব কালীন ছুটি ।

৪৩ নং ধারা -ভাল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য মজুরির ব্যবস্থা

৪৭ নং ধারা - পুষ্টির পরিমান বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের মানোন্নয়ন ।

গান্ধিবাদী (Gandhian) আদর্শ

৪০ নং ধারা- রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করবে ।

৪৩ নং ধারা -গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প ও সমবায় প্রসার

আর্টিকল ৪৬: রাষ্ট্র তফশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিগুলির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সচেষ্ট থাকবে ।

আর্টিকল ৪৭ - স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রাষ্ট্র নিষিদ্ধ করবে ।

আর্টিকল ৪৮- গো হত্যা ও গৃহপালিত পশু হত্যা বন্ধ করতে হবে ।

উদারনৈতিক (Liberal) আদর্শ

আর্টিকল ৪৪- রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য ভারতের সর্বত্র একই দেওয়ানি বিধি (Uniform civil code) প্রবর্তনের চেষ্ঠা করবে

আর্টিকল ৪৫- ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ

আর্টিকল ৪৮ -বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি ও পশুপালনের উন্নয়নসাধন

আর্টিকল ৪৮ (A) -বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

আর্টিকল ৪৯-ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সংরক্ষণ

আর্টিকল ৫০- রাষ্ট্র দেশের শাসনব্যবস্থা থেক বিচারব্যবস্থাকে পৃথক করবে

আর্টিকল ৫১-আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধান ।আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ।

সংবিধানের চতুর্থ অংশটি মোট চারবার সংশোধিত হয়েছে

A. **১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনীতে- চারটি নতুন রাষ্ট্র** পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

- আর্টিকল ৩৯ -শিশুর জন্য সুস্বাস্থ্য
- আর্টিকল ৩৯ (A)- সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান ।
- আর্টিকল ৪৩ (A)- শিল্প ও কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশিগ্রহণের সুযোগ দান
- আর্টিকল ৪৮ (A)- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

B. **১৯৭৮ সালে ৪৪ তম তম সংবিধান সংশোধনীতে একটি নতুন রাষ্ট্র** পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

- **আর্টিকল ৩৮ -আয়ের এবং সামাজিক অবস্থান ও সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির বৈষম্য হ্রাস ।**

C. **২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান** সংশোধনীর দ্বারা আর্টিকল ৪৫ তে **উল্লেখিত ৬ থেকে ১৪ বছরের বছর বয়সি সকল শিশুর শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান-সংক্রান্ত নির্দেশাত্মক নীতিটি আর্টিকল ২১-A তে যুক্ত করে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে** ।

D. **২০১১ সালে ৯৭ তম সংবিধান সংশোধনীতে কো ওপারেটিভ বিষয়ক নির্দেশাত্মক নীতিটি যুক্ত করা হয়েছে (আর্টিকল ৪৩ B)**

- **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয় । তবে রাজ্যগুলি এগুলিকে কার্যকর করার একান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে (আর্টিকল ৩৭)। এখানেই মৌলিক অধিকারের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির মূল পার্থক্য ।**

মৌলিক কর্তব্যসমূহ (Fundamental Duties)

- ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় **মৌলিক কর্ত্যব্যের সংখ্যা ১১টি।**

- মৌলিক কর্তব্যের ধারণাটি **সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধান** থেকে গৃহীত হয়েছে।
- **১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৪-A অংশে (Part IV-A) ও ৫১-A(Article 51 A)** ধারায় মৌলিক কর্তব্যের ধারণাটিকে ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **১৯৭৬ সালে সর্দার স্মরণ সিং কমিটির** সুপারিশে মৌলিক কর্তব্য গুলি সংবিধানে সংযোজন করা হয় **।তবে স্মরণ সিং কমিটির ৮টি মৌলিক কর্তব্যের জায়গায় ১০ টি মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা হয় ।**
- **২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আরও একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতারাং বর্তমানে মৌলিক কর্তব্যর সংখ্যা ১১টি ।**
- **মৌলিক কর্তব্যসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয় ।**

১১টি মৌলিক কর্তব্যগুলি হল-

১) সংবিধান মান্যকরা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় স্তোত্র (National Anthem) কে সম্মান করা

(২) স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণাদানকারী উত্তম আদর্শসমূহকে সংরক্ষণ এবং অনুসরণ করা;

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা

(৪) দেশকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সেবামূলক কাজে যুক্ত হওয়া

(৫) ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার উর্দ্ধে উঠে ভ্রাতৃত্বের জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ।নারীর প্রতি মর্যাদাহানিকর প্রথা সমূহ বর্জন

(৬)জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য দান ও সংরক্ষণ

(৭) বনভূমি,হ্রদ, নদী ও বন্য প্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন । জীবিত প্রাণিসমূহের প্রতি মমত্ব প্রদর্শন ।

(৮)বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ,মানবিকতা, ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন ।

(৯)সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন ।

(১০)সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন যাতে রাষ্ট্রের উন্নতি ত্বরান্বিত হয় ।

(১১) **প্রত্যেক পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক তাঁর ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুর শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা করা ।(এই মৌলিক কর্তব্যটিকে ২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।)**

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ :

- সংবিধানের পঞ্চম অংশ ও আর্টিকল ৫২ থেকে আর্টিকল ৭৮র মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ,উপরাষ্ট্রপতি , প্রধানমন্ত্রী , কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও এটর্নি জেনারেল নিয়ে আলোচনা করা হ য়েছে ।

ভারতের রাষ্ট্রপতি (President of India)

- ভারতের প্রজাতন্ত্রীক বৈশিষ্ট্য মেনেই দেশের শাসনাতান্ত্রিক প্রধান একজন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ।
- **তবে ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়।কারণ রাষ্ট্র পতিকে নির্বাচিত করে জনগণের প্রতিনিধিরা মানে পার্লামেন্ট ও বিধানসভার সদস্যরা ।**
- **রাষ্ট্রপতি ভারতের নিয়মতান্ত্রিক বা নাম সর্বস্ব প্রধান (de jure executive) কারণ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শে পরিচালিত হয় ।**
- **১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতির পদটি সৃষ্টি হয় ।**
- **দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হোন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ** ।
- দেশের **প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি** হিসেবে নির্বাচিত হোম ডঃ জাকির হোসেন ।
- **ভিভি গিরি প্রথম ব্যক্তি যিনি একটিং প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট দুটি পদেই ছিলেন ।**
- **দুজন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন এবং ফকরুডিন আলী আহমেদ রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন মারা যান ।**
- **মহম্মদ হিদায়েতুল্লা সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতি এবং দেশের রাষ্ট্রপতি দুটি পদেই ছিলেন ।**
- **নীলাম সঞ্জিভা রেড্ডি মুখ্য মন্ত্রী ,লোকসভার স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি একমাত্র যিনি জনতা পার্টির প্রার্থী হয়ে রাষ্ট্রপতি হোন** ।
- প্রতিভা পাতিল দেশের একমাত্র মহিলা রাষ্ট্রপতি ।
- এখনও পর্যন্ত্ চারজন রাষ্ট্রপতি ভারত রত্ন পেয়েছেন ,সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ,রাজেন্দ্র প্রসাদ ,জাকির হোসেন এবং এপিজে আব্দুল কালাম ।

mail us: contact@zerosum.in

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি :

- ভারতের সংবিধানের **৫৪ ও ৫৫নং** ধারায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ আছে ।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের **পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়** ।
- নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে ।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারে -

১.লোক সভার ও রাজ্য সভার সদস্যরা ভোট দেয়। এখানে মনোনীত সদস্যরা(nominated members) মানে লোক সভার দুজন এংলো ইন্ডিয়ান সদস্য ও রাজ্যসভার বারো জন সদস্য ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই ।

২. **রাজ্য বিধানসভা (Legislative assembly) ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি ও পুদুচেরির বিধান সভার সদস্যরা ভোট দেয়** ।তবে এখানে মনোনীত সদস্য মানে বিধানসভার একজন যে সদস্য রাজ্যপালের দ্বারা মনোনিত হয় সে ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেনা ।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনা রাজ্যের বিধানপরিষদের(legislative councils) সদস্যরা ।

তাহলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন - রাজ্যসভা ,লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা । মনোনীত সদস্যরা ও বিধান পরিষদের (নির্বাচিত হোক বা মনোনীত) **সদস্যরা ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারেনা ।**

রাষ্ট্রপতি হতে গেলে যোগ্যতা :

- ন্যূনতম বয়স **৩৫ বছর হওয়া আবশ্যক।**
- পার্লামেন্ট বা কোনো রাজ্য-আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।
- **রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রিমকোর্ট প্রধান বিচারপতি** ।সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতি অনুপস্থিত থাকলে সুপ্রিমকোর্টের **একজন বরিষ্ঠ বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন (আর্টিকল ৬০)।**

কার্যকাল

- **রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় (আর্টিকল ৫৬)** । তার পর ভোটের মাধ্যমে **যতবার ইচ্ছে এই পদে বসতে পারে** (আর্টিকল ৫৭) ।আমেরিকায় মাত্র দুবার রাষ্ট্রপতি হবার সুযোগ মেলে ।
- রাষ্ট্রপতি পাঁচবছরের বেশি এই পদে থাকতে পারেন যতক্ষণ না পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় ।

- এছাড়াও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠাতে পারেন ।
- রাষ্ট্রপতির বেতন ৫ লক্ষ টাকা ।

রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট করার পদ্ধতি

- পার্লামেন্ট চাইলে সংবিধানভঙ্গের ('violation of the Constitution') অপরাধে আর্টিকল ৬১ অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট (Impeachment) পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করতে পারেন ।
- পার্লামেন্টের যেকোন কক্ষেই (রাজ্যসভা অথবা লোকসভা) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধাংভঙ্গের অভিযোগ আনা যায় ।তবে এই অভিযোগপত্র আনার আগে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কমপক এক-চতুর্থাংশের সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং তা ১৪ দিনের একটি নোটিশ রাষ্ট্রপতিকে দিতে হবে ।
- এবার সেই কক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি দিলে অভিযোগপত্রটি অন্যকক্ষে পাঠানো হয় ।সেই কক্ষ প্রথমে অভিযোগ তদন্ত করে দেখবে তারপর যদি সেই কক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাবে ।
- এক্ষেত্রে লোক সভা ও রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও ভোট দিতে পারবেনা ।
- রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের কোন সদস্যই (নির্বাচিত হোক বা মনোনিত) এই ভোট গ্রহণে অংশ নিতে পারবেনা ।

- ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ যদি তাঁর কার্যকালের মধ্যে পদত্যাগের কারণে ,মৃত্যুর কারণে বা বহিষ্কারের কারণে শুণ্য তাকে তাহলে সেই পদে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে পারেন (আর্টিকল ৬৫) ।

- যদি উপরাষ্ট্রপতি অনুপস্থিত থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতির কার্যের দায়িত্বভার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিতে পারেন ।যদি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ একজন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন।
- সেই সময়ে রাষ্ট্রপতির পাওয়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাঁরা পাবেন ।
- তবে রাষ্ট্রপতির পদ শুণ্য হবার দিন থেকে ৬ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতেই হবে।
- ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন মারা গেলে উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (Acting President) ।কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে লড়ার জন্য ভি ভি

গিরি পদত্যাগ করলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মহম্মদ হিদায়েতুল্লা রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন (Officiating President) ।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

- কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় **শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয় [আর্টিকল ৭৭(১)]।**
- **রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন -প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য, রাজ্যপাল, হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, সিএজি, নির্বাচন কমিশনার এবং ইউ পি এস সি-র সদস্য ও চেয়ারম্যান।**
- **রাজ্যসভার ১২ জন মনোনীত সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান যাঁরা সাহিত্য ,বিজ্ঞান,কলা ও সমাজ সেবার সাথে জড়িত ।**
- **রাষ্ট্রপতি লোকসভায় ২ জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মনোনীত সদস্যকে সাংসদ পদ প্রদান করতে পারেন (আর্টিকল ৩৩১) ।**

বিল সংক্রান্ত ক্ষমতা :

- কিছু বিল পার্লামেন্টে পেশ করার **আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি বা অনুমতি লাগে যেমন কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন বা নতুন রাজ্যের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আনা বিল, কন্সোলিডেটেড ফান্ড থেকে খরচ সম্বধিয় বিল ।**
- পার্লামেন্টে কোন বিল পাশ করা হলে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হয় ।

সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি (আর্টিকল ১১১)

১.সম্মতি দেন

২. অসম্মতি জানাতে পারেন (অর্থবিল,সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল ছাড়া)

-ভিটো ক্ষমতা বলে (ভিটো ল্যাতিন শব্দ যার অর্থ 'নিষেধ করা'; রাষ্ট্রপতির চার প্রকারের ভিটো ক্ষমতা আছে যথা Absolute veto, Qualified veto, Suspensive veto ও Pocket veto)

৩. পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি পার্লামেন্টে ফেরৎ পাঠাতে পারেন (অর্থবিল,সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল ছাড়া)।

পার্লামেন্ট দ্বিতীয়বার কোন বিল পাঠালে সেই বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য ।

- **রাজ্য বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল চাইলে কোন বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারে তাঁর সম্মতির জন্য সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিলটি**

১.সম্মতি দেন

২. অসম্মতি জানাতে পারেন (অর্থবিল ছাড়া)

৩. পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন রাজ্যপালের মারফৎ রাজ্য আইন সভায়(অর্থবিল ছাড়া)। **যদি দ্বিতীয় বার বিলটি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠায় তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকেন না সম্মতি দিতে যেমন পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকতেন**

- **রাষ্ট্রপতির এই বিলের নাকচ করার ক্ষমতাকে ভিটো ক্ষমতা বলে-** রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতাকে **তিন ভাগে** ভাগ করা যায়। **যথা—(১) চরম ভিটো (Absolute Veto) (২) স্থগিতকারী ভিটো (Suspensive Veto) (৩) পকেট ভিটো (Pocket Veto)**

- **আর্টিকল ১২৩ অনুসারে পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি অর্ডিনেন্স জারি করতে পারেন (অস্থায়ী আইন)।**অবশ্য পার্লামেন্টের শুরু **হওয়ার দিনথেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে ।অর্ডিন্যান্স সর্বাধিক ৬ মাস ৬ সপ্তাহ জারি থাকতে পারে । তবে রাষ্ট্রপতি চাইলে যেকোন সময়েই অর্ডিন্যান্স বাতিল করে দিতে পারেন ।**
- **অর্থবিল রাষ্ট্রপতির আগাম সম্মতি নিয়েই** পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে হয় ।
- বাজেট অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপন করেন ।
- **সংসদের অধিবেশন ও যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান।অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা।**
- **সংসদের উভয় কক্ষকে আলাদাভাবে বা একসাথে সম্বোধিত (address) করা।**
- **লোকসভা নির্বাচনের পর নবগঠিত লোকসভাকে সম্বোধিত করা।প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে লোকসভা ভেঙে দেওয়া।**
- **পার্লামেন্টের সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান।**

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

- **৫ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন**
- **কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মনে করলে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারে ।তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নয় ।(আর্টিকল ১৪৩)**
- রাষ্ট্রপতি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক দন্ডিত ব্যক্তির দন্ডাদেশ স্থগিত রাখতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন এবং **মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দন্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে অন্য কোনো দন্ড প্রদান করতে পারেন (আর্টিকল ৭১)।**
- **রাষ্ট্রপতি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ।তিনি স্থলবাহিনী ,নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন**
- **পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষনা বা শান্তি** স্থাপন করতে পারেন ।

জরুরি অবস্থাদি-সংক্রান্ত ক্ষমতা—

রাষ্ট্রপতি আপাৎকালীন পরিস্থিতে তিনপ্রকার জরুরি অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন

১. জাতীয় জরুরি অবস্থা (আর্টিকল ৩৫২)

২. রাষ্ট্রপতি শাসন (আর্টিকল ৩৫৬ ও ৩৬৫)

৩. আর্থিক জরুরি অবস্থা (আর্টিকল ৩৬০)

উপরাষ্ট্রপতি (Vice President)

- উপরাষ্ট্রপতি : আর্টিকল **৬৩** -উপরাষ্ট্রপতি পদের উল্লেখ আছে ।
- **উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেবল মাত্র লোকসভার সদস্যরা ও রাজ্যসভার সদস্যরা ভোট দিতে পারেন ।**

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পার্থক্য :

১. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যেমন লোকসভার , রাজ্যসভার সদস্য ছাড়াও রাজ্য বিধান সভার সদস্যরা ভোট দিতে পারে কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেবল মাত্র লোকসভার সদস্যরা ও রাজ্যসভার সদস্যরা ভোট দিতে পারেন ।

২. **রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থীরা ভোট দিতে পারেনা কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীদের সাথে মনোনীত প্রার্থীরাও ভোট দিতে পারেন ।**

- ১৯৬১ সালের আগে পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ হত লোক সভা ও রাজ্য সভার যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ।
- ১৯৬১ সালে ১১তম সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে থাকেন রাজ্য সভা ও লোক সভায় ভোট গ্রহণের মাধ্যমে ।

উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলে যোগ্যতা :

- ন্যূনতম **বয়স ৩৫ বছর হওয়া আবশ্যক।**
- পার্লামেন্ট বা কোনো রাজ্য-আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।

- **কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।(আর্টিকল ৬৭)**
- তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন যতবার ইচ্ছা ।
- উপরাষ্ট্রপতি চাইলে পদত্যাগ পত্র রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারেন ।
- **তাঁকে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত করতে হলে(এক্ষেত্রে ইম্পিচম্যান্ট শব্দটি ব্যবহার হয়না) কেবল মাত্র রাজ্য সভায় প্রস্তাব আনতে হবে (রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে দু কক্ষেই প্রস্তাব আনা যায়)।প্রস্তাব আনার আগে ১৪দিনের নোটিশ দিতে হবে ।**
- **রাজ্যসভায় মোট সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে (absolute majority) প্রস্তাব পাশ হলে তবে তা লোক সভায় পাঠানো হয় ।লোকসভা সম্মতি দিলে তবেই উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যাবে ।**
- **উপরাষ্ট্রপতির মেয়াদ শুরু হবার আগেই পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে ফেলতে হবে । যদি পদত্যাগ বা বহিষ্কারের কারণে উপরাষ্ট্রপতি পদ শুন্য থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করতে হবে ।**

উপরাষ্ট্রপতির প্রধান দুটিকাজ

১. **উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব (Ex-officio Chairman) করেন (আর্টিকল ৬৪) ।যদিও** তিনি রাজ্যসভার সদস্য নয়

২. **রাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ করেন অথবা মারা যান অথবা অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকেন তখন উপ রাষ্ট্রপতি কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতিরুপে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব করেন (আর্টিকল ৬৫ নং) ।**

- **উপরাষ্ট্রপতি সর্বাধিক** 6 **মাস রাষ্ট্রপতির পদে স্থলাভিষিক্ত থাকতে পারেন।**
- উপরাষ্ট্রপতির বেতন ৪ লক্ষ টাকা ।

প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister)

- রাষ্ট্রপতি দেশের নিয়মতান্ত্রীক প্রধান শাসক ।কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রকৃত শাসক ।
- **আর্টিকল ৭৫ উল্লেখ আছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবে ।**

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়

১. সাধারণত লোক সভার সংখ্যা গরিষ্ঠদলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন ।

২. সংখ্যা গরিষ্ঠ দল না পাওয়া গেলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজ ইচ্ছা অনুসারে লোকসভার সবচেয়ে বড় দল বা জোটের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন ।

এক্ষেত্রে তাকে একমাসের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে লোক সভায় আস্থা অর্জন করতে হবে ।

Note: ১৯৭৯ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরাজি দেশাইয়ের (জনতা দল) সরকারের পতনের পর লোকসভার বৃহত্তম জোটের নেতা চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন । ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীকেও প্রধান মন্ত্রী পদে এই উপায়ে নিয়োগ করা হয় ।

- **তবে প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে হলে লোক সভা ছাড়া রাজ্যসভার সদস্য হলেও হবে** ।যেমন ইন্দিরা গান্ধী (১৯৬৬), দেবে গৌড়া (১৯৯৬) এবং মনমোহন সিং (২০০৪) রাজ্যসভার প্রার্থী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হবার সময় ।
- **১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে যদি লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য না হয় তবে সদ্য নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীকে ৬ মাসের মধ্যে লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য হতে হবে ।**
- **প্রধানমন্ত্রীর নির্দিষ্ট কোন সময়কাল নেই ।যত দিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে থাকতে পারবেন ঐ পদে**।

  তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই তাঁকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

  যদি লোকসভায় তাঁর প্রতি ম্যাজোরিটির আস্থা থাকে তাহলে তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন ।যদি সে কখনও আস্থা হারায় তাহলে তখনি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে অথবা রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবেন ।

- **প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে নূন্যতম বয়স হতে ওবে ২৫ বছর (পার্লামেন্টের সদস্য হতে গেলে যে বয়েস লাগে) বেতনও পার্লামেন্টের সদস্যর মতই তবে কিছু স্পেশাল সুবিধা পান অন্যদের চেয়ে ।**

কার্য ও ক্ষমতা

- **প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় 'সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য'** 'primus inter pares' (first among equals and 'key stone of the cabinet arch')
- প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে **রাষ্ট্রপতি বাকি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন বা বরখাস্ত করেন** ।
- প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ও তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধরে নেওয়া হয় ।
- প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রনেই থাকে বাকি মন্ত্রীরা ।
- **প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ বা মৃত্যু হলে মন্ত্রীসভার আপনা আপনি বিলোপ ঘটে ।**
- **প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা(আর্টিকল ৭৮) তাঁর কথা শুনেই রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল , কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ,ইলেকসন কমিশনার ,ইউপিএসসির চ্যায়ারম্যান দের নিয়োগ করেন ।**
- **প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগ, ন্যাসানাল ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল ,ন্যাসানাল ওয়াটার কাউন্সিল ,ন্যাসানাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল,ইন্টার স্টেট কাউন্সিলের চ্যায়ারম্যান ।**

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা (Council of Ministers)

- ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত থাকে।
- **মন্ত্রীসভা তিন ধরনের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়—ক্যাবিনেট মন্ত্রী** (Cabinet Ministers), **রাষ্ট্রমন্ত্রী** (Ministers of States) **ও উপমন্ত্রী** (Deputy Ministers).
- **২০০৩ সালে ৯১ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভার আয়তন নির্ধারিত করে দেওয়া হয় । প্রধানমন্ত্রী সহ বাকি মন্ত্রীদের সংখ্যা মোট লোক সভা সদস্যর ১৫ শতাংশে বেশি হবেনা ।**
- ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভাকে **কিচেন ক্যাবিনেট** বলা হয় কারণ এই মন্ত্রী সভার আয়তন সবচেয়ে ছোট ও গুরুত্বপূর্ণ । ১৫ থেকে ২০ জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় ।
- **আর্টিকল ৭৫ - মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ বা দায়িত্বশীল থাকে**
- **মন্ত্রীরা একক ভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকে । রাষ্ট্রপতি চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে কোন মন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে পদচ্যুত করতে পারেন ।**

ভারতীয় পার্লামেন্ট (Indian Parliament)

- সংবিধানের **পঞ্চম অংশে আর্টিকল ৭৯ থেকে আর্টিকল ১২২ এর মধ্যে ভারতীয় পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।**
- ভারতীয় পার্লামেন্ট **লোকসভা, রাজ্যসভা এবং রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে গঠিত হয়েছে।**
- ব্রিটেনের মতো ভারতের **সংসদও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা এবং উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা।**
- ১৯৫৪ সালে **কাউন্সিল অব হেডসের নাম হিন্দিতে রাজ্যসভা ও হাউস অব পিউপলের হিন্দি নাম লোক সভা রাখা হয় ।**
- **রাজ্যসভা পার্লামেন্টের আপার হাউস (Second Chamber or House of Elders) ও লোকসভা পার্লামেন্টের লোয়ার হাউস (First Chamber or Popular House) ।**

লোকসভা (Lok Sabha)

- **লোকসভার আসনসংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২। যার মধ্যে ৫৩০টি আসন ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য এবং ২০টি আসন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য নির্দিষ্ট আছে ।**
- **বর্তমানে লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৫টি। এর মধ্যে ৫৪৩ টি আসন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয় আর বাকি দুটি আসন রাষ্ট্রপতি এংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় থেকে মনোনীত করে লোক সভায় পাঠান (এই ব্যবস্থা ২০২০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে)।**
- লোকসভার সদস্য হতে গেলে নূন্যতম **বয়স হতে হবে ২৫ বছর ।**
- **লোকসভার সদস্যরা ১৮ বছর বা তার বেশি বয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়**

- ১৯৮৮ সালে ৬১তম সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটারদের বয়স ২১ থেকে ১৮ বছর নূন্যতম করা হয়।
- লোক সভার কার্যকালের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর। তবে রাষ্ট্রপতি চাইলে তার আগে লোক সভা ভেঙে দিতে পারেন ।
- জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন সর্বোচ্চ এক বছর সময় বাড়ানো যেতে পারে । তবে জরুরি অবস্থা তুলে নিলে ৬ মাসের বেশি লোকসভার মেয়াদ বাড়ানো যাবেনা ।

রাজ্যসভা (Rajya Sabha)

- রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ২৫০ জন তার মধ্যে ২৩৮ জন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হন ।
- বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা ২৪৫ জন তারমধ্যে ২২৯ জন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং ৪ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত
- রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে নূন্যতম বয়স ৩০ বছর হতে হবে । জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যসভার আসন ভাগ করা হয় রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ।
- বিধানসভার সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন করেন ।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে দিল্লি ও পুদুচেরি(এদের বিধানসভা আছে) ছাড়া বাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির জনসংখ্যা এতই কম যে সেখান থেকে রাজ্যসভার কোন আসন ভাগ করা যায়নি ।সুতরাং দিল্লি ও পুদুচেরি ছাড়া আর কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্যসভার আসন নেই ।
- রাজ্যসভা একটি চিরস্থায়ী কক্ষ। রাষ্ট্রপতি চাইলেও রাজ্যসভা ভেঙে দিতে পারেন না ।
- রাজ্যসভার সাংসদদের কার্যকালের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬ বছর।প্রত্যেক দুবছর অন্তর রাজ্যসভার এক-তৃতীয়াংশ সাংসদ অবসর গ্রহণ করেন।
- রাষ্ট্রপতি সাহিত্য ,বিজ্ঞান,কলা ও সমাজসেবা বিষয়ে পারদর্শী সেই রকম ১২ জনকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেন ।তবে তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা ইম্পিচমেন্টের সময় ভোট দেবার ক্ষমতা নেই ।তবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবার ক্ষমতা আছে ।
- রাজ্যসভা এবং লোক সভার সদস্য কোন একজন ব্যক্তি একই সময়ে হতে পারেন না । যদি তিনি দুটো পদেই নির্বাচিত হোন তাহলে ১০ দিনের মধ্যেই তাঁকে নির্ধারণ করতে হবে কোন কক্ষে তিনি থাকবেন । যদি তিনি তা না করেন তাহলে আপনা আপনি তাঁর রাজ্যসভার পদটি বিলোপ পেয়ে যাবে ।
- যদি কোন কক্ষের সদস্য যদি নতুন কক্ষের জন্য নির্বাচিত হয় তাহলে প্রথম কক্ষের পদটি বিলোপ হবে তাঁর ।

- **যদি কোন কক্ষে দুটি আলাদা স্থান থেকে নির্বাচিত হয়ে আসে তাহলে তাকে যে কোন একটি স্থানের সদস্য পদ নিতে হবে ।নইলে দুটি স্থানের পদই তিনি হারাবেন ।**
- **যদি কেউ পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভার জন্য নির্বাচিত হয় তাহলে তাঁকে ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্য আইনসভা থেকে পদত্যাগ করতে হবে নাহলে পার্লামেন্টের পদটি তাঁর বিলোপ হবে ।**
- **সদস্যপদ বিলুপ্ত হবে যদি কক্ষের কোন মিটিং-এ ষাট দিনের ভিতরে উপস্থিত না থাকেন আগাম অনুমতি ছাড়া ।**
- রাজ্যসভা বা লোকসভার একজন সদস্য চাইলে পদত্যাগ করতে পারেন রাজ্যসভার **চ্যায়ারম্যান বা লোকসভার স্পিকারের কাছে** পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে ।
- একজন সদস্যের পদ বিলোপ ঘটবে যদি কোর্ট দ্বারা তাঁর নির্বাচন বৈধ্য নয় ঘোষনা করে অথবা কোন কক্ষ দ্বারা সে বহিষ্কৃত **হয় অথবা সে যদি রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের পদে বসেন ।**

পার্লামেন্টের নেতা (Leaders in Parliament)

- যদিও এই বিষয়ে সংবিধানে কোন উল্লেখ নেই ।
- **লোকসভার নেতা প্রধান মন্ত্রীকে ধরা হয়**।প্রধান মন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য হলে লোকসভার একজন সদস্যকে নেতা হিসেবে বেছে নেন প্রধান মন্ত্রী। রাজ্যসভার ক্ষেত্রেও তাই হয় ।
- **বিরোধী দলের নেতা হিসেবে মুখ্য বিরোধী দল যার সদস্য সংখ্যা ঐ কক্ষের দশভাগের -এক ভাগের চেয়ে বেশি সেই দলের একজন কে বেছে নেওয়া হয় ।**

পার্লামেন্টের অধিবেশন (Sessions of Parliament) :

- **রাষ্ট্রপতির আহ্বানে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে ।**
- **বছরে সাধারণত তিনটি অধিবেশন বসে ।**
- **দুটি অধিবেশনের মাঝে ৬ মাসের বেশি সময়ের পার্থক্য রাখা যাবেনা ।**

তিনটি অধিবেশন -

১.বাজেট অধিবেশন-The Budget Session (ফেব্রুয়ারি থেকে মে)

২.বর্ষাকালীন অধিবেশন-The Monsoon Session (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর)

৩. শীতকালীন অধিবেশন-The Winter Session (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর)

- এই অধিবেশন গুলিতে অনেক মিটিং বসে । দিনে দুই **সময়ে এই মিটিং গুলি বসে সকালে ১১টা থেকে ১টা এবং দুপুরে ২টো থেকে ৬টা।**

Quorum:

- **কোন কক্ষের যে নূন্যতম সংখ্যক সদস্যর উপস্থিতির প্রয়োজন যা সভায় কোন কার্য পরিচালনা করা যাবে তাকে কোরাম বলে । সেই সংখ্যা হল কোন কক্ষের মোট সদস্যের দশ ভাগের একভাগ । মানে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে লোকসভায় নূন্যতম ৫৫ জন ও রাজ্যসভায় ২৫ জন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে ।**

পার্লামেন্টে ভাষা:

- হিন্দি ও ইংরেজিকে পার্লামেন্টের কার্যকালের ভাষা বলে গণ্য করা হয় ।**তবে কোন সদস্য চাইলে সভাপতির অনুমতিতে নিজ মাতৃভাষায় পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে পারবেন তার অনুবাদ কপি সহ ।**

ল্যাম ডাক অধিবেশন (Lame-duck Session) - **নতুন লোকসভা গঠন হলে পুরনো লোকসভার শেষ মিটিং টিকে ল্যাম ডাক অধিবেশন বলে । আর যে সমস্ত সদস্য পুনর্বার নির্বাচিত হলেন না তাঁদের ল্যাম ডাক বলা হয় ।**

কোশ্চেন আওয়ার - পার্লামেন্টের প্রতিটি বৈঠকের **প্রথম ঘন্টা প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য নির্ধারিত** । এখানে সদস্যরা প্রশ্ন তোলেন এবং মন্ত্রীরা মুখে বা লিখে কিছু সময় নিয়ে উত্তর দেন ।এই সময়টিকে কোশ্চেন আওয়ার বলে ।

জিরো আওয়ার - সংবিধানের নিয়ম নীতিতে উল্লেখ না থাকলেও **কোশ্চেন আওয়ারের পর ও কোন কক্ষের দৈনিক কার্যাবলীর মাঝখানে কিছু সময় দেওয়া হয় যেখানে** কোন সদস্য আগাম নোটিশ ছাড়াই কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে ।

পার্লামেন্টে বিল পাসের নিয়ম :

- পার্লামেন্টে প্রধানত দুই প্রকার বিল হয় **পাবলিক বিল ও প্রাইভেট বিল ।দুই কক্ষে কোন বিল আলাদা করে বিল পাস হলেই তা আইনে রুপান্তরিত হয় ।**
- **পাবলিক বিল মন্ত্রীরা নিয়ে আসে তবে সাত দিনের নোটিশ জারিকরে ।**
- **প্রাইভেট বিল মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা নিয়ে আসে এক্ষেত্রে এক মাসের নোটিশ জারি করে ।**
- **পার্লামেন্টে যে সব বিল গুলি উপস্থাপিত হয় সেগুলিকে আবার চার ভাগেও ভাগ করা হয় ।**

যথা

১.অর্ডিনারি বিল - অর্থনৈতীক বিষয় ছাড়া সমস্ত বিল ।

২.মানি বিল - অর্থনৈতীক বিষয়ক বিল যেমন ট্যাক্স ,পাবলিক এক্সপেন্ডিচার সম্বন্ধীয়

৩.ফাইনান্সিয়াল বিল -মানি বিল ছাড়া বাকি অর্থনৈতীক বিষয়ক বিল।

৪.সংবিধান সংশোধন বিল

অর্ডিনারি বিল পাসের পদ্ধতি:

যে কোন কক্ষেই উপস্থাপন করা যায় । **মন্ত্রী বা যেকোন সদস্য এই বিল আনতে পারে** ।

বিলটি যে কক্ষে আনা হয় তাহলে সংখ্যাগুরু সদস্যের ভোট যদি বিলটির পক্ষে যায় তবে সেটিকে ঐ কক্ষে পাস ধরে নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে পাস করাবার জন্য পাঠানো হয় ।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষ বিলটিকে পাস করাতে পারে অথবা সংশোধন করে ফেরৎ পাঠাতে পারে প্রথম কক্ষে অনুমোদনের জন্য অথবা বিলটিকে খারিজ করে দিতে পারে ।

যদি দ্বিতীয় কক্ষ ৬ মাসের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত না নিতে পারে অথবা প্রথম কক্ষের সাথে মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি যৌথ অদিবেশনের ডাক দেয় এবং সমস্ত সদস্যের ভোটাভুটির মাধ্যমে বিলটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

বিলটি পাস হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় সম্মতির জন্য ।

রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিনত হয় ।

রাষ্ট্রপতি অসম্মতি দিলে বিলটি বাতিল হয়

অথবা **রাষ্ট্রপতি বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরৎ পাঠাতে পারেন । যদি দ্বিতীয়বার বিলটি পাস হয়ে রাষ্ট্র পতির কাছে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য ।**

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORM FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

মানি বিল পাসের পদ্ধতি –

আর্টিকল ১১০ উল্লেখ আছে মানি বিলের ব্যাপারে ।স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত যে কোনটি মানি বিল আর কোনটি মানি বিল নয় ।

মানিবিল একটি পাবলিক বিল । কেবলমাত্র মন্ত্রী এই বিল উপস্থাপন করতে পারে তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে ।

মানিবিল কেবল মাত্র লোক সভায় উপস্থাপন করা যায় ।মানি বিলের পাসের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ক্ষমতার চেয়ে লোকসভা বেশি ক্ষমতাশালী তা প্রমাণ করে ।

লোকসভা কোন মানি বিল পাস করলে রাজ্য সভা তা প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারেনা । রাজ্যসভা কেবলমাত্র ১৪ দিনের ভেতর ফেরৎ পাঠাতে পারে কিছু পরিবর্তনের অনুরোধ নিয়ে ।

লোকসভা সেই পরিবর্তনের অনুরোধ মানতেও পারে বা নাও পারে এবং মানি বিলটিকে দুই কক্ষে পাস হয়ে গেছে এই ধরে নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় ।

রাজ্যসভা যদি ১৪দিনের মধ্যে লোক সভায় না পাঠায় বা পাস না করে তাহলে ধরে নেওয়া হয় মানি বিলটি পাস হয়ে গেছে এবং তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় সম্মতির জন্য ।

মানি বিলের ক্ষেত্রে কোন যৌথ অধিবেশন ডাকা যায়না

রাষ্ট্র পতি মানি বিলটির ক্ষেত্রে সম্মতি জানাতে পারে অথবা অসম্মতি জানাতে পারে ।

সাধারণত রাষ্ট্র পতি মানি বিলের ক্ষেত্রে সম্মতি দিয়ে থাকেন ।তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পতি মানি বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারবেন না ।

ফাইনান্সিয়াল বিল –

ফাইনান্সিয়াল বিল তিন প্রকার ।

১১০ ধারায় উল্লেখিত মানি বিল ,১১৭(১) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল এবং ১১৭(৩) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল ।

উল্লেখ্য সব মানি বিলই ফাইনান্সিয়াল বিল কিন্তু সব ফাইনান্সিয়াল বিল মানি বিল নয় ।

১১৭(১) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল পাসের পদ্ধতি –

১১৭(১) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল মানি বিলের মতই রাষ্ট্রপতির আগাম সম্মতি নিয়ে কেবল মাত্র লোক সভায় উপস্থাপন করা যায় । তবে বাকি সব অর্ডিনারি বিলের পাশের মতই ।রাজ্যসভার ক্ষমতা অর্ডিনারি বিল পাশ করার মতই থাকে । **মানিবিলের পাসের মত একতরফা ক্ষমতা আর লোক সভার হাতে থাকেনা ।**

১১৭(৩) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল পাসের পদ্ধতি –

১১৭(৩) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল পাসের পদ্ধতি সম্পূর্ণ অর্ডিনারি বিলের মতই **। উভয় কক্ষেই উপস্থাপন করা যায় ।তবে অর্ডিনারি বিলের সাথে একটি জায়গায় ভিন্নতা আছে তা হল ১১৭(৩) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল যে কোন কক্ষে উপস্থাপনের আগে রাষ্ট্র পতির সম্মতি লাগে ।**

Note:

অর্ডিনারি বিল - যেকোন কক্ষেই উপস্থাপন করা যায় । মন্ত্রী বা সাংসদ দুজনেই উপস্থাপন করতে পারে। বিল পাসের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা একই ।

মানি বিল (১১০ ধারা) - কেবলমাত্র লোক সভায় রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে উপস্থাপন করা যায় ।কেবলমাত্র মন্ত্রী উপস্থাপন করতে পারে । বিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্যসভার চেয়ে বেশি **। আর এক্ষেত্রে দুই কক্ষের কোন যৌথ অধিবেশন ডাকা যায়না ।**

১১৭(১) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল - রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে কেবল মাত্র লোক সভায় উপস্থাপন করা যায় । বাকি সব আর্ডিনারি বিলের মতই ।

১১৭(৩) ধারায় উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল বিল - দুই কক্ষেই উপস্থাপন করা যায় ।তবে উপস্থাপনের আগে রাষ্ট্রপতির আগাম সম্মতি লাগে ।বাকি সব অর্ডিনারি বিলের মতই ।

লোকসভার স্পিকার (Speaker)

- **সংবিধানের ৯৩ নম্বর ধারায় স্পিকারের বিষয়ে উল্লেখ আছে** ।
- স্পিকার লোকসভার সভাপতিত্ব করে । নির্বাচনের পরই লোকসভার সদস্যদের থেকে লোকসভার সদস্যরা একজন কে স্পিকার পদে নির্বাচন করে নেয় ।
- স্পিকার নির্বাচনের দিন রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করে দেন ।
- **স্পিকার হতে গেলে নূন্যতম বয়স হতে হবে ২৫ বছর ।**

- **যতদিন লোকসভার আয়ু থাকে ততদিনই স্পিকারের কার্যকালের মেয়াদ হয় । তবে লোকসভা** ভেঙে গেলেও স্পিকার তার পদে বহাল থাকতে পারবেন যতদিননা নতুন লোক সভা গঠন হচ্ছে

- তাছাড়া স্পিকারের পদ খালি হতে পারে যদি
  স্পিকার ডেপুটি স্পিকারকে পদত্যাগ পত্র দেন অথবা লোকসভার মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্পিকারকে বহিষ্কার করা হয় (তবে তার আগে স্পিকারকে আগাম ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়)।

স্পিকারের কাজ :

- লোকসভা পরিচালনা করা স্পিকারের প্রধান কাজ ।
- **কোন বিল মানি বিল কিনা তা নির্ধারণ করা এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধরে নেওয়া হয় ।**
- **লোকসভায় ভোট গ্রহণ হলে স্পিকার প্রথম ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারেন না । যদি ভোট সমান সমান হয় মানে টাই হয় তখন স্পিকার নির্ণায়ক ভোট প্রদান করতে পারেন। একে বলে কাস্টিং ভোট (আর্টিকল ৯৬)।**
- **রাষ্ট্রপতির ডাকা পার্লামেন্টের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার [আর্টিকল ১১৮(৪)]**
- **স্পিকার চ্যায়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন যে সমস্ত কমিটি গুলিতে সেগুলি হল-** Business Advisory Committee, the Rules Committee and the General Purpose Committee.

ডেপুটি স্পিকার (Deputy Speaker):

- আর্টিকল ৯৩ তে স্পিকারের সাথেই ডেপুটি স্পিকারের পদের উল্লেখ আছে ।
- স্পিকারের মতই লোকসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন কে ডেপুটি স্পিকার পদে বেছে নেয় ।এই ক্ষেত্রে স্পিকার ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচনের দিন ঠিক করে ।
- স্পিকারের অবর্তমানে ডেপুটি স্পিকার স্পিকারের কাজ করেন ।
- **স্পিকারের অবর্তমানে যৌথ অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন ।যৌথ অধিবেশনে স্পিকার পদে থাকাকালীন নিজে আগে ভোট দিতে পারেন না । স্পিকারের মতই নির্ণায়ক ভোট প্রদান করতে পারেন ।**
- **তবে ডেপুটি স্পিকার পদে থাকাকালীন তিনি অন্যান্য সাংসদদের মতই আচরণ করেন ।**
- **ডেপুটি স্পিকার স্পিকারের কোন অধস্তন কর্মী হিসাবে ধরা হয়না ।ডেপুটি স্পিকার সরাসরি লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন ।**

প্রোটেম স্পিকার :

নতুন লোকসভা ঘটিত হলে প্রথম সভার আগে রাষ্ট্রপতি একজন বরিষ্ঠ লোকসভার সদস্যকে প্রোটেম স্পিকার হিসাবে বেছে নেন যাতে ঐ দিন সভা পরিচালনা করে নির্বাচিত সাংসদদের শপথ বাক্য পড়ানো , নতুন স্পিকার নির্বাচন করা যেতে পারে।

রাজ্যসভার চ্যায়ারম্যান (Chairman of Rajya Sabha)

- রাজ্যসভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁকে চ্যায়ারম্যান বলা হয় ।
- **ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় চ্যায়ারম্যান পদে বসেন ।** লোক সভায় যেমন স্পিকার লোকসভারই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যের একজন হয় **কিন্তু রাজ্যসভার চ্যায়ারম্যান রাজ্যসভার সদস্য নয় তাই উপরাষ্ট্রপতিকে বলা হয় ex-officio Chairman ।**
- **রাজ্যসভার চ্যায়ারম্যানকে বহিষ্কার করা তখনই সম্ভব যখন উপরাষ্ট্রপতিকে বহিষ্কার করা হবে ।**
- উপরাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে তিনি তখন রাজ্য সভায় চ্যায়ারম্যান পদে বসতে পারবেন না **। তখন ডেপুটি চ্যায়ারম্যান রাজ্যসভার চ্যায়ারম্যান পদে বসে সভা পরিচালনা করেন ।**
- **রাজ্যসভার চ্যায়ারম্যান রাজ্যসভার সদস্য না হয়েও স্পিকারের মতই কাস্টিং ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারেন ।**

ডেপুটি চ্যায়ারম্যান (Deputy Chairman of Rajya Sabha)

- ডেপুটি চ্যায়ারম্যান রাজ্যসভার সদস্য মধ্যে থেকেই নির্বাচিত করা হয় ।
- **১৪ দিনের আগাম নোটিশ দিয়ে রাজ্য সভার ডেপুটি চ্যায়ারম্যানকে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে বহিষ্কার করা যায় ।**
- **লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে যদি স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকেন তাহলে রাজ্যসভার ডেপুটি চ্যায়ারম্যান সেই যৌথ সভাটিতে সভাপতিত্ব করতে পারেন ।**

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy unlimited support till Success!

যৌথ অধিবেশন (Joint sitting of the two Houses of Parliament)

- লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে কোন বিলকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য দেখা যায় **তাহলে রাষ্ট্রপতি ১০৮ ধারা বলে যৌথ অধিবেশনের ডাক দেন ।**
- **১১৮(৪) ধারা বলে যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ।স্পিকারের অনুপস্থিতে ডেপুটি স্পিকার ।স্পিকারের ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতে রাজ্যসভার ডেপুটি চ্যায়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন ।** এদের তিন জনও যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে যৌথ অধিবেশনে **উপস্থিত সাংসদেরা নির্ধারণ করে নেয় কে হবে যৌথ অধিবেশনের সভাপতি ।**
- **যৌথ অধিবেশন ডাকা যায় অর্ডিনারি বিল ও ফাইনান্সিয়াল বিল (মানি বিল ছাড়া) নিয়ে ।**
- **যৌথ অধিবেশন ডাকা যায়না মানি বিল ও সংবিধান সংশোধন (ধারা ৩৬৮) বিল নিয়ে ।**

যে সমস্ত বিল যৌথ অধিবেশনে পাস করা হয়েছে সে গুলি হল

1. Dowry Prohibition Bill, 1960.

2. Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1977.

3. Prevention of Terrorism Bill, 2002.

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :

- ভারতের শাসনব্যাবস্থা সংসদীয় হবার জন্য ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রভূত ।
- **তবে ভারতীয় পার্লামেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত সার্ব ভৌম নয় ।**
- **কারণ পার্লামেন্ট দ্বারা সংবিধান বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিতে পারে ।**
- **পার্লামেন্ট সংবিধানের যে কোন অংশ সংশোধন করতে পারেনা ।১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরলা রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ সহসংবিধানের যে কোন অংশের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম । মৌল কাঠামো কী তা সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারণ করবে ।**
- **আইন প্রণয়ন করা পার্লামেন্টের অন্যতম মূখ্য কাজ ।**

- **সংবিধানে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় গুলিকে তিনটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যথা ১. কেন্দ্রীয় তালিকা ২. রাজ্য তালিক ৩.যুগ্মতালিকা ।**
- **কেন্দ্রীয় তালিকায় ১০০টি বিষয় তালিকা ভুক্ত (সিরিয়াল নম্বরে ৯৮টি), রাজ্য তালিকায় ৫৯টি বিষয় তালিকা ভুক্ত(সিরিয়াল নম্বরে ৬৫টি) ও যুগ্ম তালিকায় ৫২টি বিষয় তালিকা ভুক্ত(সিরিয়াল নম্বরে ৪৭টি) রয়েছে।**

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়: প্রতিরক্ষা, বিদেশ-সংক্রান্ত বিষয়, মুদ্রাব্যবস্থা, যোগাযোগ, পারমাণবিক শক্তি, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় তালিকা ভুক্ত

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় গুলিতে পার্লামেন্ট একক ভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী ।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় : কৃষি, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা, স্বায়ওশাসন ইত্যাদি বিষয় তালিকা ভুক্ত

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় গুলিতে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করার অধিকারী ।

যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় : শিক্ষা, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, আর্থিক ও সামাজিক যোজনা ইত্যাদি বিষয় তালিকা ভুক্ত।

যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় গুলিতে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভা উভয়েই পৃথক ভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী ।

উক্ত তিনটি তালিকা বহির্ভূত বিষয়সমূহ অবশিষ্ট বিষয় হিসেবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

যদি কোন যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় নিয়ে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন নিয়ে বিরোধ বাঁধলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ হবে ।রাজ্য আইনসভার প্রণীত আইন বাতিলহয়ে যাবে ।

জরুরি অবস্থা চলাকালীন , রাষ্ট্রপতি শাসন কোন রাজ্যে চলাকালীন , আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি পালনের জন্য কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্য আইনসভার অনুরোধক্রমে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে ।

পার্লামেন্টের আস্থা(কার্যত লোকসভার সমর্থন) হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয় ।

লোকসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন অর্থ ব্যয় করতে পারেনা ।

রাষ্ট্রপতি,উপরাষ্ট্রপতি,সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ,মুখ্য নির্বাচন কমিশনার , কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কে একমাত্র পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তেই বহিষ্কার করা যেতে পারে ।

পার্লামেন্ট কোন নতুন রাজ্যগঠন ,রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন , রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে। জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় ।

রাজ্যসভার একক ক্ষমতাঃ

কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যসভা একক ক্ষমতার অধিকারী। এই বিষয়গুলি হল –

(i) রাজ্যসভায় উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এমন কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, **জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তবে সেই বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৪৯ নং ধারা)।**

(ii) **রাজ্যসভা চাইলে পার্লামেন্টকে নির্দেশ দিতে পারে যে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য নতুন All-India Services পদ তৈরি করতে হবে । (৩১২ নং ধারা)।**

(iii) **উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ব্যাপারে প্রথমে কেবল রাজ্যসভাই প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকারী। এরূপ পদচ্যুতি-সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভার মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হওয়ার পর তাতে লোকসভা সম্মতি জ্ঞাপন করলে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় (৬৭ নং ধারা)**

পার্লিয়ামেন্টারি কমিটি :

- পার্লিয়ামেন্টারি কমিটি দুই প্রকার যথা **স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এড হক কমিটি ।**
- **স্ট্যান্ডিং কমিটি স্থায়ী কমিটি প্রতি বছর বা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর গঠিত হয় ।**
- **এড হক কমিটি অস্থায়ী কমিটি । প্রয়োজনে গঠিত হয় ।**
- ৬ প্রকার স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে ফাইনান্সিয়াল কমিটি অন্যতম ।

ফাইনান্সিয়াল কমিটি তিন প্রকার যথা **পাবলিক একাউন্টস কমিটি ,এস্টিমেটস কমিটি এবং কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিংস ।**

পাবলিক একাউন্টস কমিটি

- **১৯১৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এক্টের (মন্টাগু-চেমসফোর্ড আইন) মাধ্যমে ১৯২১ সালে পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠিত হয় যা এখনও বর্তমান ।**

- **২২ জন সাংসদ নিয়ে গঠিত এই কমিটি ।২২ জনের মধ্যে ১৫ জন লোকসভার ও ৭ জন রাজ্যসভার সদস্য থাকে ।**
- **প্রতি বছর সদস্য নির্বাচন করা হয় এবং নেতা হিসেবে স্পিকার বিরোধী দলের একজন সদস্যকে বেছে নেন । কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হতে পারেননা ।**
- এই কমিটির প্রধান কাজ **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পার্লামেন্টে উপস্থাপিত কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা** (আর্টিকল ১৫১)।

এস্টিমেটস কমিটি :

- **স্বাধীনতার পর এস্টিমেটস কমিটি প্রথম গঠন করা হয় ১৯৫০ সালে । প্রথম অর্থমন্ত্রী জন মাথাই এটি গঠন করার পরামর্শ দেন ।**
- **এটি সর্ববৃহৎ কমিটি । ৩০ জন লোকসভার সাংসদ নিয়ে এটি গঠিত হয় ।কোন মন্ত্রী বা রাজ্যসভার সদস্য এই কমিটির সদস্য হতে পারেন না ।**
- **এই কমিটির নেতা হিসাবে শাসক দলের একজনকে স্পিকার বেছে নেন ।প্রতি বছর নির্বাচনের মাধ্যেমে এই কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয় ।**
- এই কমিটির কাজ বাজেটে আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষাকরা ।

কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিংস :

- ১৯৬৪ সালে কৃষ্ণ মেনন কমিটির সুপারিশে গঠিত হয় এই কমিটি ।
- **এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ২২ জন । এই সদস্যরা ১৫ জন লোকসভা থেকে ৭জন রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত হয়**। এই কমিটির নেতা কেবলমাত্র লোকসভার সদস্য থেকে স্পিকার বেছে নেন ।

অ্যাটর্নি জেনারেল অব ইন্ডিয়া

- **রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করেন (আর্টিকল ৭৬)।**
- রাষ্ট্রপতি এমন একজনকে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করেন যিনি হাইকোর্টে নূন্যতম ৫ বছর বিচারপতি হিসাবে বা ১০ বছর এডভোক্যাট হিসাবে কাজ করেছেন ।
- **অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের সর্বোচ্চ আইন অফিসার** ।

- **অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই ।এবং তাঁকে বহিষ্কার করার কোন পদ্ধতি সংবিধানে উল্লেখ নেই ।অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী যতদিন খুশি পদে থাকতে পারেন আবার রাষ্ট্রপতি চাইলে তাঁকে যখন খুশি পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন ।তাঁর বেতনও রাষ্ট্রপতি ঠিক করে দেন ।**
- **অ্যাটর্নি জেনারেল চাইলে পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারেন অথবা তাঁকে পদত্যাগ পত্র দিতে হবে যখন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে বা পরিবর্তন হয় ।**
- **অ্যাটর্নি জেনারেল পার্লামেন্টের দুই কক্ষের বৈঠকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন (আর্টিকল ৮৮) , পার্লিয়ামেন্টারি কমিটির মেম্বার হতে পারেন এবং যৌথ বৈঠকেও অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তাঁর কোন কক্ষেই ভোট দেবার কোন অধিকার থাকেনা ।**
- অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির পরামর্শ মেনে কোন আইনি ব্যাপারে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেন । কোন আইনি ব্যাপারের যেখানে ভারত সরকার জড়িত আছে অ্যাটর্নি জেনারেল ভারত সরকারের পক্ষনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত থাকেন । প্রয়োজন পড়লে হাইকোর্টেও উপস্থিত হন ।
- **অ্যাটর্নি জেনারেলকে সহয়তা করার জন্য সলিসিটর জেনারেল ও অ্যাডিসনাল সলিসিটর জেনারেল থাকেন ।যদিও আর্টিকল ৭৬ এ তাঁদের পদের উল্লেখ নেই ।**

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল:

- **সংবিধানের ১৪৮ ধারায় কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর** জেনারেল পদটির উল্লেখ আছে । **তিনি রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগ হোন ।**
- কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল দেশের অডিট ও একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের প্রধান
- **কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলকে বলা হয় 'Guardian of the public purse' । তিনি দেশের ও রাজ্যের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ।**

- **ডাঃ বি আর আম্বেদকর কে ভারতীয় সংবিধানের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসার বলেছেন ।**
- **কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মেয়াদ কাল ৬ বছর এবং পদে থাকার সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর ।**

- **পার্লামেন্টে যদি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলকে স্পেসাল মেজোরিটি ভোটে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেন । চাইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ পত্র জমা দিতে পারেন ।**

ইউনিয়ন বাজেট

- **সংবিধানে ১১২ ধারায় বাজেট কথাটির বদলে এনুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে ।**
- বাজেট হল একটি অর্থবছরের (**এপ্রিল ১ থেকে - পরের বছর মার্চ ৩১ তারিখ পর্যন্ত**) আয়-ব্যয়ের প্রকাশিত রিপোর্ট ।
- **রেল বাজেট অকর্থ কমিশনের সুপারিসে ১৯২১ সালে আলাদা করে পেশ হলেও ২০১৭ সালে রেলবাজেট কে জেনারেল বাজেটের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় ।**
- **বাজেট প্রতি বছর ১লা ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী লোকসভায় পেশ করেন ।**
- তার পর রাজ্যসভায় পাঠানো হয় আলোচনার জন্য ।রাজ্যসভা বাজেটে কোন পরিবর্তনের দাবি রাখতে পারেনা । **তারপর আবার লোকসভায় আলোচনা চলে বাজেট নিয়ে ।**

তিন ধরনের ফান্ড:

ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারের জন্য তিন ধরনের ফান্ডের ব্যবস্থা রেখেছে যথা

1. Consolidated Fund of India (Article 266)

2. Public Account of India (Article 266)

3. Contingency Fund of India (Article 267)

রাজ্যের শাসন বিভাগ

- সংবিধানের **ষষ্ঠ অংশে এবং আর্টিকল ১৫৩ থেকে আর্টিকল ১৬৭ র মধ্যে রাজ্যগুলির রাজ্য শাসন** বিভাগের কথা আলোচনা করা হয়েছে ।
- রাজ্যের শাসন বিভাগ **রাজ্যপাল ,মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী সভা এবং এডভোকেট জেনারেল নিয়ে গঠিত ।**
- **রাজ্য প্রশাসনের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তবে রাষ্ট্রপতির মতই রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়ম তান্ত্রিক প্রধান । রাজ্যপাল আবার কেন্দ্রের এজেন্ট রুপে কার্য করে ।**

রাজ্যপাল (Governor)

- **সংবিধানের ১৫৩ নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল বা ১৯৫৬ সালের সপ্তম সংবিধান সংশোধনী অনুসারে একাধিক রাজ্যের জন্যও একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত থাকেন।**
- **রাজ্যপাল নিয়োগের সময় প্রথা অনুযায়ী [১৫৫ নং ধারা] রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন।**
- **রাজ্যপাল হতে গেলে নূন্যতম বয়স হতে ৩৫ বছর।**
- **রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।তবে এই ৫ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি চাইলে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন ।**
- রাজ্যপাল ৫ বছরের বেশিও কার্যকাল চালিয়ে যেতে পারবেন যতক্ষন না ওঁর পদে কেউ নিয়োগ হচ্ছেন ।

রাজ্যপালের কার্য :

- রাজ্যপালের কার্য অনেকটাই রাষ্ট্রপতির মতই ।
- রাজ্যসরকারের যাবতীয় কার্য রাজ্যপালের নামেই সম্পাদন হয় ।
- **রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও বাকি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন ।**
- **রাজ্যপাল নিয়োগ করেন** এডভোক্যাট জেনারেল ,রাজ্য নির্বাচন কমিশনার , রাজ্য পাবলিক কমিশনের চ্যায়ারম্যান ও বাকি সদস্যদের ,ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সালারদের ।
- **রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে তথ্য জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তা জানাতে বাধ্য ।**
- **আর্টিকল ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করতে পারেন ।**
- **রাজ্যপাল নিজ রাজ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলির চ্যান্সেলার হিসাবে কাজ করেন ।**
- রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
- **রাজ্যপাল এংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজন কে বিধান সভার জন্য নিয়োগ করতে পারেন ।**

- **বিধানপরিষদে মোট সদস্যের এক-ষষ্ঠাংশ সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন যাদের বিজ্ঞান,সাহিত্য ,কলা,সমাজসেবা ও কোওপারেটিভ মুভমেন্ট (রাষ্ট্রপতির বেলায় রাজ্যসভায় মনোনীত ব্যক্তিদের কোওপারেটিভ মুভমেন্ট বিষয়টি থাকেনা) বিষয় গুলিতে জ্ঞান আছে ।**

আইনসভা থেকে কোন বিল পাস হয়ে রাজ্যপাল সে বিলের ক্ষেত্রে

- সম্মতি দিতে পারেন
- অসম্মতি জানাতে পারেন
- অর্থবিল ছাড়া বাকি বিল পুনর্বিবেচনার আইনসভায় ফেরৎ পাঠাতে পারেন (আইনসভা থেকে ফেরৎ এলে তা সম্মতি জানাতে তিন বাধ্য)
- **অথবা কোন বিল চাইলে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন ।হাইকোর্টের মর্যাদাহানীকর কোন বিলকে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠাতে তিনি বাধ্য থাকেন।**

- **রাজ্য আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকলে রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন (আর্টিকল ২১৩) ।অধিবেশন শুরু হলে সর্বাধিক এই অর্ডিন্যান্স ৬ সপ্তাহ জারি থাকে যদি রাজ্য আইনসভা এই অর্ডিন্যান্সকে আইনি রুপ না দেয় ।তবে রাজ্যপাল চাইলে এই অর্ডিন্যান্স যখন খুশি বাতিল করে দিতে পারেন ।**
- **অর্থবিল রাজ্য আইনসভায় পেশ করার আগে রাজ্যপালে অনুমতি নিতে হবে ।**
- **১৬৩ নং ধারায় রাজ্যপালের কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে গুলোর প্রয়োগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার সাথে কোন পরামর্শ করতে বাধ্য নন ।এমনকি তার বৈধ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবেনা ।**
- আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দণ্ডাদেশ হ্রাস করার ,স্থগিত করার ,ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকলেও **মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই ।**

JOIN LIVE ONLINE COURSE WITH
ZERO-SUM

মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister)

- **১৬৪ নং ধারা অনুসারে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন** ।
- **রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগনির্ভর করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা মোর্চার নেতাকেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে বাধ্য** । সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চা না থাকলে রাজ্যপাল নিজ ইচ্ছেমত একজনকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন (সাধারণত সবচেয়ে বড় দলের নেতাকে) **তবে তাঁকে একমাসের মধ্যে রাজ্য আইনসভায় ভোটের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করতে হবে** ।
- মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা বা বিধানপরিষদের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে পারেন ।
- **যদি কোন কক্ষের সদস্য না হয় তাহলে তাঁকে ছমাসের মধ্যে যেকোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হবে** ।
- **মুখ্যমন্ত্রীপদে থাকার কোন স্থায়ী মেয়াদকাল নেই ।রাজ্যপালের ইচ্ছানুযায়ী যতদিন ইচ্ছা পদে থাকতে পারেন । তবে**
  রাজ্যপাল চাইলে তাঁকে যখন খুশি বরখাস্ত করতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী যদি বিধানসভার আস্থা অর্জন করে থাকেন তাহলে রাজ্যপালের বরখাস্তের কোন ক্ষমতা নেই ।যদি মুখ্যমন্ত্রী আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় নতুবা রাজ্যপাল তাঁকে সরিয়ে দেন ।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্য :

- **মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন**
- **চাইলে তিনি বাকি মন্ত্রীদের পদত্যাগ করার আদেশ দিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন ।**
- **মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা মৃত্যু ঘটলে মন্ত্রী পরিষদ আপনা আপনি ভেঙে যায় ।**
- **মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শ দাতা ,বিধানসভার নেতা ।**

রাজ্য মন্ত্রীসভা

- আর্টিকল ১৬৩-১৬৪ রাজ্য মন্ত্রীসভা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।
- **১৬৪নং ধারা অনুসারে মন্ত্রীদের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে নিয়োগ করেন ।**
- **২০০৩ সালের ৯১ তম সংশোধনী আইনে উল্লেখ আছে যে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি মন্ত্রীদের সংখ্যা বিধান সভার মোট সদস্যর ১৫ শতাংশের বেশি হবেনা । আবার মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি মন্ত্রীদের সংখ্যা কোন রাজ্যে ১২ র কম হবেনা ।**
- **মন্ত্রীরাএকক ভাবে রাজ্যপালের কাছে দায়ী থাকেন ।মন্ত্রীরা রাজ্যপালের ইচ্ছানুযায়ী পদে বহাল থাকেন ।**
- **মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধান সভার কাছে দায়ী থাকে (অর্টিকল ১৬৪)**
- রাজ্য মন্ত্রীসভায় তিন ধরনের মন্ত্রী থাকেন যথা **ক্যাবিনেট মন্ত্রী , রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ।ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা রাজ্যসরকারে নীতি নির্ধারণ করেন ।**

রাজ্য আইনসভা

- রাজ্য আইন সভা এককক্ষ বা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে ।
- এক কক্ষ হলে শুধুমাত্র বিধানসভা থাকে । **দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হলে বিধান সভা (legislative assembly) ও বিধান পরিষদ (Legislative Council) থাকে ।**
- **মাত্র ৭টি রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট (bicameral system) অর্থাৎ বিধান সভার সাথে বিধান পরিষদও আছে ।সেগুলি হল বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ।**
- **বর্তমানে ওডিশা আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।**
- **১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ বিলোপ করা হয় ।**
- কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ যেমন লোকসভা, রাজ্যসভা এবং রাষ্ট্রপতি নিয়ে গঠিত, সেরকম **রাজ্য আইনসভা বিধানসভা, বিধান পরিষদ (যে যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে) এবং রাজ্যপালকে নিয়ে** গঠিত হয়েছে।

রাজ্যবিধান সভা (Legislative assembly)

- **বিধানসভার সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন ।**

- একটি মাত্র আসন সংরক্ষিত থাকে এংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির জন্য যাকে রাজ্যপাল মনোনীত করবে ।
- কোন রাজ্যের বিধান সভার আসন সংখ্যা ৫০০র বেশি আর ৬০ র কম হতে পারবেনা [আর্টিকল ১৭০(১)]।
- বিধান সভার আসন সংখ্যা নির্ধারণ হয় সে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ।
- অরুণাচল প্রদেশ ,সিক্কিম ও গোয়া রাজ্যের বিধান সভার আসনের সংখ্যা নূন্যতম ৩০ আর মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিধান সভার নূন্যতম আসনের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ এবং ৪৬।
- সিক্কিম ও নাগাল্যান্ড রাজ্যের কিছু বিধান সভার আসনের সদস্য পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন ।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা হল 294 জন।মোট আসন ২৯৫টি ।

- বিধান সভার কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর ।তার আগে অবশ্য রাজ্যপাল বিধান সভা ভেঙে দিতে পারেন।
- জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন বিধান সভার আয়ু সর্বোচ্চ ১ বছর বাড়ানো যেতে পারে । জাতীয় জরুরি অবস্থা শেষ হলে ৬মাসের মধ্যে নতুন বিধান সভা নির্বাচিত করতে হবে ।
- বিধান সভার সদস্য হতে হলে নূন্যতম বয়েস হতে হবে ২৫ বছর ।

বিধান পরিষদ (Legislative Council)

- ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকল ১৬৯ বিধান পরিষদের গঠন ও অবলুপ্তির কথা বলা হয়েছে ।
- বিধান সভার সুপারিশ ক্রমে বিধান পরিষদ গঠন বা বিলোপ করা যায় ।
- যেমন ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে করা হয়েছিল (West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969)।
- বিধান পরিষদ গঠন বা বিলোপের জন্য আনা প্রস্তাব ঐ রাজ্যের বিধান সভায় স্পেশাল মেজোরিটির মাধ্যমে অর্থাৎ বিধানসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেতে হবে ।তারপর সেটি পার্লামেন্টের দুই কক্ষে আলাদা করে পাশ করার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে গঠন বা বিলোপ হবে বিধান পরিষদ ।

- **আর্টিকল ১৭১ অনুযায়ী বিধানপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪০ এর কম হবেনা এবং ঐ রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতিয়াংশের অধিক হবেনা ।**
- **তবে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায় ।সেখানে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৬ জন ।**

নির্বাচনের পদ্ধতি

১/৬ ভাগ সদস্য রাজ্যপালের মনোয়ন দ্বারা বিধান পরিষদের সদস্য হতে পারে ।তবে তাঁদের কে সাহিত্য ,বিজ্ঞান,কলা ,কোওপারেটিভ মুভমেন্ট ও সোশ্যাল সার্ভিস জগৎ এর মানুষ হতে হবে ।(মনে রাখার ট্রিক :CLASS-C for Culture, L for Literature, A for Arts, S for Science and S for Social Service. **রাজ্যসভা সদস্যদের ক্ষেত্রে কোওপারেটিভ মুভমেন্ট বিষয়টি থাকেনা** ।)

বাকি ৫/৬ অংশ পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা বিধান পরিষদের সদস্য পদ পায় ।

এই ৫/৬ অংশের মধ্যে ১/৩ অংশ স্থানীয় লোকাল বডি মানে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ,পঞ্চায়েত সমিতি ,জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন ।

১/১২ অংশ তিন বছরের অভিজ্ঞ সেকেন্ডারি ,কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

১/৩ অংশ বিধান সভার সদস্যর দ্বারা নির্বাচিত হয় যাঁরা বিধানসভার সদস্য নয় ।

১/১২ অংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সাবালক স্নাতক বাসিন্দাদের দ্বারা ।

- **বিধান পরিষদের সদস্য হতে গেলে বয়স ন্যূনতম ৩০ হতে হবে আর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভোটার লিস্টে নাম থাকতে হবে । বিকৃতমস্তিষ্ক বা আর্থিকভাবে দেউলিয়া ব্যক্তিরা সদস্য হতে পারবেন না ।**
- **এটি একটি স্থায়ী কক্ষ। প্রতি ২ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল এককভাবে সর্বাধিক ৬ বছর হতে পারে।**
- একজন মেম্বার একইসাথে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সদস্য হতে পারেনা **।যদি হয় তাহলে রাজ্য আইনসভার আইন অনুযায়ী একটি পদের বিলোপ ঘটে ।**

বিধানসভার স্পিকার

- বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে একজন স্পিকার নির্বাচিত করা হয় ।যতদিন পর্যন্ত বিধান সভার আয়ু থাকে ততদি ন পর্যন্ত স্পিকারের কার্যকালের মেয়াদ থাকে ।

- **বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে স্পিকারকে পদচ্যুতি করানো যেতে পারে ।তার আগে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে ।**
- বিধান সভার স্পিকার চাইলে পদত্যাগ পত্র ডেপুটি স্পিকারকে জমা দিতে পারেন ।
- স্পিকারের অবর্তমানে কার্য পরিচালনা করার জন্য একজন ডেপুটি স্পিকারও থাকেন ।

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

বিধান পরিষদের চ্যায়ারম্যান

- রাজ্য বিধান পরিষদে বিধান সভার স্পিকারের মত একজন চ্যায়ারম্যান থাকে ।
- বিধান পরিষদের সদস্য থেকেই একজনকে বিধানপরিষদের চ্যায়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় ।
- **সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে চ্যায়ারম্যানকে পদচ্যুতি করানো যেতে পারে ।তার আগে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে ।**
- বিধানপরিষদের চ্যায়ারম্যান চাইলে পদত্যাগ পত্র ডেপুটি চ্যায়ারম্যানকে জমা দিতে পারেন ।

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা :

- রাজ্য আইনসভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আইন প্রণয়ন **করা। সাধারণভাবে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে এককভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী হল এই আইনসভা।**
- আবার, যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য-আইনসভা যৌথভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে।
- **অর্থবিল ছাড়া অন্য যে-কোনো বিল বিধানমন্ডলীর যে-কোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। বিধানসভা কর্তৃক প্রেরিত বিলে সম্মতি কিংবা অসম্মতি দেওয়ার পর অথবা বিলটিকে সংশোধন করার পর ৩ মাসের মধ্যেই প্রতিটি বিলকে বিধানসভার কাছে পাঠাতে বিধান পরিষদ বাধ্য থাকে।**
- এই সময়ের মধ্যে বিধান বিলটি ফেরত না পাঠালে বিধানসভা পুনরায় বিলটি পাস করে এবং সেটিকে পরিষদের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেয়।

- দ্বিতীয়বারেও বিধান পরিষদ যদি বিলটিকে সংশোধন কিংবা প্রত্যাখ্যান করে অথবা ১ মাসের মধ্যে পাস না করে তাহলে বিলটিকে রাজ্য-আইনসভার উভয় কক্ষে গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
- এর পর রাজ্যপালের সম্মতির জন্য সেটিকে প্রেরণ করা হয়। **রাজ্য-আইনসভা কর্তৃক প্রেরিত কোনো অর্থবিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে না পারলে যে-কোনো সাধারণ বিলে রাজ্যপাল সম্মতি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে সক্ষম।**
- রাজ্যপালের অসম্মতি জ্ঞাপনের অর্থ বিলটির অপমৃত্যু ঘটে। তা ছাড়া, রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁর সুপারিশ-সহ কিংবা সুপারিশ ছাড়াই যে-কোনো সাধারণ বিলকে বিধানসভার কাছে ফেরত পাঠেতে পারেন। **তবে বিধানসভা কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হওয়ার পর বিলটি দ্বিতীয়বার রাজ্যপালের কাছে প্রেরিতহলে তাতে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না। অনেক সময় রাজ্যপাল নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে রাষ্ট্রপতির বিচারবিবেচনার জন্য কোনো বিল প্রেরণ করতে পারেন।**
- **রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেবল মাত্র বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা ভোট দানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন । বিধান পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই ।**

নির্বাচন কমিশন (Election Commission)

- নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা।
- **ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নং অংশের ৩২৪-৩২৯ নং ধারায় ভারতের নির্বাচনি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।**
- **ভারতীয় সংবিধানে ৩২৪ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও সম য়মতো এক বা একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন ।**
- প্রয়োজন পড়লে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পরামর্শে রিজিওনাল কমিশনার রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে পারেন ।
- **১৯৫০ সালথেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র একজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত ছিলেন ।কিন্তু ১৯৮৯ সালে ভোটার দের বয়স ২১ থেকে**

১৮ করে দেওয়ায় নির্বাচন কমিশনের কাজের চাপ বেড়ে যায় তখন রাষ্ট্রপতি দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন ।

- ১৯৯০ সালে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতি আবার দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন।সেই থেকে **বর্তমানে নির্বাচন কমিশন একজন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার ও দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত ।**
- মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুজন নির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতা ও বেতন একই **। তাঁদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায় তাহলে তিনজনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতটিকেই গ্রহণ করা হয়** ।
- **মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুজন নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কাল : ৬ বছর ও সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ বছর ।**
- মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বহিষ্কার করা যায় প্রমাণিত অসামর্থ্য কিংবা অসদাচরণের অবিযোগে
- **পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি উপস্থিতি ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করা হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করার তবেই রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে পারবেন ।**

- **বাকি নির্বাচন কমিশনারদের রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশে অপসারণ করতে পারেন ।**
- নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ,উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ,পার্লামেন্টের নির্বাচন ও রাজ্য আইনসভার নির্বাচন পরিচালনা করেন ।
- **নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারেন না ।তার জন্য সংবিধানে আলাদা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ আছে ।**

ভারতের নির্বাচন

- ভারতের নির্বাচন **প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার বলে হয় (আর্টিকল ৩২৬)।**
- এই নীতি অনুসারে কেবল বয়স ছাড়া অন্যকারণে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়না । তবে **বিকৃত মস্তিষ্ক ,দেউলিয়া অথবা বিশেষ গুরুতর অপরাধের জন্য দন্ডিত ব্যক্তি ও বিদেশীদের ভোটাধিকার** থাকেনা ।
- **৬১তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৮৮ সাল) মাধ্যমে ভারতীয় ভোটার দের ভোট দেবার নূন্যতম বয়সসীমা ২১ থেকে ১৮ করা হয় ।**

- নির্বাচনে অসাধু আচরণের জন্য **ভারতের যেকোন নাগরিকের ভোটাধিকার ৬ বছরের জন্য বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে ১০ বছর)**।

ভারতের রাজনৈতীক দল :

ভারতে তিন প্রকার রাজনৈতীক দল থাকে

১.জাতীয় দল

২.আঞ্চলিক দল

৩. অন্যান্য স্বীকৃত দল

এবং নির্বাচনে প্রার্থীরা নির্দল হিসাবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন ।

দলগুলিকে নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত হতে হয় ।নির্বাচন কমিশন দলগুলিকে প্রতীক বন্টন করে।

জাতীয় দল হবার শর্ত :

- লোকসভা বা বিধান সভা ভোটে কোন **দল চারটি বা তা বেশি রাজ্যের প্রদত্ত ভোটের ৬ শতাংশ যদি লাভ করে** । এবং **লোকসভা ভোটে নূন্যতম চারটি আসন দখল করে** ।

  অথবা

- **লোক সভার মোট নির্বাচিত আসনের নূন্যতম ২ শতাংশ (বর্তমানে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ১১টি) পেতে হবে আর এই আসন গুলি তিনটি আলাদা রাজ্যথেকে নির্বাচিত হতে হবে ।**

আঞ্চলিক বা রাজ্য দল হবার শর্ত -

আইনসভার যে কোন কক্ষের নির্বাচনে ৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে

আর বিধানসভা নির্বাচনে নূন্যতম ২টি আসন দখল করতে হবে ।

অথবা **বিধানসভার মোট আসনের ৩ শতাংশ পেতে হবে**

অথবা **বিধানসভা নির্বাচনে ৩টি আসনে জয়ী হতে যেখানে নূন্যতম ৭টি জাতীয়** দল ও একাধিক রাজ্য দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ।

বর্তমানে সাতটি জাতীয় দল আছে সেগুলি হল,

All India Trinamool Congress (AITC Estd -1998)

Bahujan Samaj Party (BSP Estd-1984)

Bharatiya Janata Party (BJP Estd-1980)

Communist Party of India (CPI Estd- 1925)

Communist Party of India (Marxist) (CPIM Estd-1964)

Indian National Congress (INC Estd-1885)

Nationalist Congress Party (NCP Estd-1999)

সুপ্রিম কোর্ট

- ভারতের বিচারব্যবস্থা হল অখন্ড বিচারব্যবস্থা। সুপ্রিমকোর্ট, রাজ্যের হাইকোর্টসমূহ এবং অধস্তন আদালতসমূহকে নিয়ে ভারতে অখন্ড বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ।
- **সুপ্রিম কোর্ট হল দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত ।**
- **ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকল ১২৪ থেকে ১৪৭ পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্ট সম্বন্ধীয় বিষয় উল্লেখ আছে ।**
- **স্বাধীন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫০ সালের ২৮ জানুয়ারী (The Government of India Act 1935)** । ১৯৫৮ সালে সর্বোচ্চ আদালত তার বর্তমান ভবনে উঠে আসে। এর আগে ভারতে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ফেডারাল কোর্ট ১৯৫০ সাল অব্দি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা পালন করত ।
- **বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সহ মোট বিচারপতি পদের সংখ্যা ৩১ । ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ২৬ থেকে ৩১ করা হয় । সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা কালে মোট বিচারপতির সংখ্যা ছিল ৮।** এরপর ১৯৬০ সালে ১১, ১৯৬৮ সালে ১৪ , ১৯৭৮ সালে ১৮ , ১৯৮৬ সালে ২৬ এবং ২০০৯ সালে ৩১ এই ভাবে ধাপে ধাপে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ।

- **আর্টিকল ১২৪ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের সাথে আলোচনা করে থাকেন।** পূর্বে কলেজিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন। বর্তমানে জাতীয় বিচারবিভাগীয় নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন।
- **সুপ্রিম কোর্টের বাকি বিচারপতি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচার পতির সাথে আলোচনা করে নিয়োগ করতে বাধ্য ।** রাষ্ট্রপতি চাইলে এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের সাথেও আলোচনা করে থাকেন।
- **১৯৫০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে বরিষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করত । কিন্তু ১৯৭৩ সালে এ.এন রায় এবং ১৯৭৭ সালে এম ইউ বেগ বরিষ্ঠ বিচারপতি না হওয়া সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতি পদে বসে ।**

  ১৯৯৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট এক রায়ে জানান যে সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে বরিষ্ঠ বিচারপতিকেই আগে প্রধান বিচারপতি পদে বসাতে হবে ।

mail us: contact@zerosum.in

- **সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে গেলে {আর্টিকল ১২৪(৩)} হাইকোর্টে কমপক্ষে ৫ বছর প্রধান বিচারপতি হিসেবে থাকতে হবে ।**

  অথবা কমপক্ষে দশ বছর হাইকোর্ট বা অন্যান্য দু তিনটি কোর্টের এডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

- **সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির মেয়াদ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ।**
- **সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি পদত্যাগ করতে চাইলে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে পদত্যাগ পত্র লিখতে হয়**
- **আর্টিকল ১২৪ (৪) অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করতে হলে বিচারপতির অসদাচরণ কিংবা অসামর্থ্যর অভিযোগ নিয়ে প্রস্তাব পার্লামেন্টের দুই কক্ষে পেশ করতে হবে ।**

  পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি উপস্থিতি ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন ।

- সংবিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের বিচার সভা কেবলমাত্র রাজধানীতে দিল্লিতে বসবে ।কিন্তু **প্রধান বিচারপতি চাইলে সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী বিচার সভা দিল্লি ছাড়া যেকোন স্থানে বসাতে পারে তবে তার আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হবে ।**
- আর্টিকল ১৩১ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্যের বিরোধ, বা রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ সুপ্রিম কোর্টেই নিষ্পত্তি করতে হয় । সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট ঐ বিরোধ গুলির মীমাংসা করেন ।
- **সেই জন্য সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয় ভারতীয় সংবিধানের ব্যাক্ষাকর্তা ও রক্ষক।**
- সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রশ্ন বা বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট সেগুলি মীমাংসা করে ।
- ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ , অধিকার পৃচ্ছা , **উৎপ্রেষণ—এই পাঁচ ধরনের লেখ (Writ)জারি করতে পারে।**
- **সংবিধানের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের মতামত চাইতে পারেন, কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট যে পরামর্শ প্রদান করবে সেটিকে অনুসরণ করা রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক নয়। রাষ্ট্রপতি পরামর্শ চাইলে তবেই সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ প্রদান করতে পারবে এবং সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দানে বাধ্য।**
- দেওয়ান, ফৌজদারি অথবা অন্য কোনো মামলায় হাইকোর্ট যদি প্রমাণপত্র দেয় মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িয়ে আছে বা সুপ্রিমকোর্ট যদি মনে করে যে মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, তাহলে সেই মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়।
- **রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির অবর্তমানে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির পদ সামলাতে পারেন । ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের প্রয়াণে জাস্টিস হিদায়েতুল্লা রাষ্ট্রপতির পদ সামলান । সেই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি পদত্যাগ করেন ।**

- **ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এইচ. জে. কানিয়া। প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জী । প্রথম মুসলিম প্রধান বিচারপতি মহম্মদ হিদায়েতুল্লা । প্রথম দলিত প্রধান বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণাণ । প্রথম শিখ প্রধানবিচারপতি জগদীশ সিং কেহর। প্রধান বিচারপতি কোন মহিলা না হলেও সুপ্রিম কোর্টে প্রথম মহিলা বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ হোন জাস্টিস ফতিমা বিবি ।**

হাইকোর্ট

- হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত এবং দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আদালত।
- **বর্তমানে ভারতে মোট ২৪টি হাইকোর্ট আছে। দিল্লি একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যার হাইকোর্ট আছে ।**
- তবে দেশের ২৫ তম হাইকোর্ট পেতে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ । **সুপ্রিমকোর্টের সম্মতিতে নতুন হাইকোর্টটি চালু হবে পয়লা জানুয়ারি ,২০১৯ সালে । হাইকোর্টটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রস্তাবিত রাজধানী অমরাবতীতে ।**এতদিন পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্যদুটির কমন হাইকোর্ট ছিল ।

- **আইনে ১৯৫৬ সালের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে একাধিক রাজ্যের বা একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল একটি হাইকোর্টের অধীনে থাকতে পারে** ।যেমন পাঞ্জাব রাজ্য,হরিয়ানা রাজ্য ও চন্ডিগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডিগড় হাইকোর্টের অধীনে রয়েছে তেমনি ক্যালকাটা হাইকোর্টের অধীনে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গ ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ।
- **হাইকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন** ।
- **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল (একাধিক রাজ্যে জড়িত থাকলে তবে ঐ রাজ্যের রাজ্যপালদের) র সাথে আলোচনা করতে হয় । হাইকোর্টের বাকি বিচারপতিদের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথেও আলোচনা করতে হবে** ।
- হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে ভারতের ভূ খন্ডে যে কোন বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছর থাকতে হবে অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
- **হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সর্বোচ্চ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত পদে থাকতে পারেন ।**
- **হাইকোর্টের বিচারপতিকে অপসারণ করতে হলে বিচারপতির অসদাচরণ কিংবা অসামর্থ্যর অভিযোগ নিয়ে প্রস্তাব পার্লামেন্টের দুই কক্ষে পেশ করতে হবে ।**
- পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি উপস্থিতি ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি হাই কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন ।
- **আর্টিকল ২২৬ অনুসারে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দি মত হাইকোর্টও প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ , অধিকার পৃচ্ছা , উৎপ্রেষণ—এই পাঁচ ধরনের লেখ(Writ)জারি করতে পারে।**

- **সুপ্রিমকোর্ট এই রিট কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারের স্বার্থেই জারি করতে পারে ।কিন্তু হাইকোর্ট এই রিট মৌলিক অধিকার ছাড়াও অন্যান্য আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রেও জারি করতে পারে** ।

জরুরি অবস্থা (Emergency Provisions)

- সংবিধানের **১৮ নং অংশে আর্টিকল ৩৫২ থেকে আর্টিকল ৩৬০** এর মধ্যে জরুরি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।
- জরুরি অবস্থা মানে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা সামলাতে সমস্ত **ক্ষমতা কেন্দ্রকে নিজের হাতে নিতে হয় ।সে সময় আর রাজ্য সরকারের কোন ক্ষমতা মানা হবেনা** ।
- **জরুরি অবস্থা জারির ধারণাটি জার্মান সংবিধানের অনুসরণে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়েছে।**

সংবিধানে তিন ধরনের জরুরি অবস্থার কথা বলা আছে

যথা

- ✓ **আর্টিকল ৩৫২ অনুসারে জাতীয় জরুরি অবস্থা** (National Emergency)
- ✓ **আর্টিকল ৩৫৬ রাষ্ট্রপতি শাসন** (President's rule) বা রাজ্য জরুরি অবস্থা বা সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা
- ✓ **আর্টিকল ৩৬০ অর্থনৈতীক জরুরি অবস্থা** (Financial Emergency) ।

জাতীয় জরুরি অবস্থা (National Emergency)

- রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন **বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বা সেনা অভ্যুত্থানের কারণে** দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি **সমগ্র দেশের অথবা দেশের কোনো নির্দিষ্ট অংশের জন্য জাতীয় জরুরি অবস্থা** জারি করতে পারেন।
- বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধের কারণে ডাকা জরুরি **অবস্থাকে 'External Emergency' বলে এবং সেনা অভ্যুত্থানের('armed rebellion') কারণে ডাকা জরুরি অবস্থাকে 'Internal Emergency'বলে** ।
- **১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংশোধনীতে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ('internal disturbance') এর জায়গায় 'সেনা অভ্যুত্থান'('armed rebellion') শব্দ দুটি ব্যবহার করা হতে থাকে** ।

- **আর্টিকল ৩৫২(১)-জাতীয় জরুরি অবস্থা রাষ্ট্রপতি তখনই জারি করতে পারেন যখন ক্যাবিনেট লিখিত সুপারিশ করে । ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংশোধনী আইনে এই নিয়ম করা হয়** ।

- ১৯৭৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্যাবিনেটকে না জানিয়েই রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করে ছিল 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ('internal disturbance') এর কারণে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ।
- ১৯৭৫ সালে ৩৮তম সংশোধনী আইনে বলা হয় জাতীয় জরুরি ঘোষণার বৈধ্যতা নিয়ে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবেনা ।কিন্তু ৪৪ তম সংশোধনী আইনে তা বাতিল করে দেওয়া হয় ।
- ১৯৮০ সালের মিনার্ভা কেস মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে জাতীয় জরুরি ঘোষণার বৈধ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে ।
- জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা হবার দিন থেকে এক মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সম্মতি নিতে হবে ।(৪৪ তম সংশোধনী আইনে দুমাস থেকে এক মাস করা হয় ।)
- দুই কক্ষে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটে সমর্থন পেতে হবে অর্থাৎ পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি উপস্থিতি ও উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থন পেতে হবে ।

  (৪৪ তম সংশোধনী আইনে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়া এর আগে সিম্পল মেজোরিটি হলেই চলত ।)
- পার্লামেন্টের সমর্থন পেলে জাতীয় জরুরি অবস্থা ৬ মাসের জন্য বলবৎ করা হয় ।এর পর জাতীয় জরুরি অবস্থা সময়কাল প্রত্যেক ৬ মাস বৃদ্ধির জন্য আবার আলাদা করে পার্লামেন্টে সম্মতি নিতে হবে ।৪৪ তম সংশোধনী আইনে এই নিয়ম আনা হয় এর আগে পার্লামেন্ট একবার সম্মতি দিলে ক্যাবিনেটের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকত ।
- জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন লোকসভার আয়ু সর্বাধিক ১ বছর বৃদ্ধি পেতে পারে ।জাতীয় জরুরি অবস্থা তুলে নিলে তখন লোকসভার আয়ু সর্বাধিক ৬ মাস থাকে ।
- রাজ্য বিধান সভার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য ।
- উল্লেখ্য ১৯৭১-১৯৭৭ সালের লোক সভা এই কারণে এক বছর বেশি চলেছিল ।

আর্টিকল ৩৫৮ এবং আর্টিকল ৩৫৯

- জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন সংবিধানের ১৯ ধারায় উল্লেখিত মৌলিক অধিকার গুলি স্থগিত রাখা যায় (আর্টিকল ৩৫৮) ।
- তবে একমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধের কারণে (Externel Disturbence) কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় (৪৪ তম সংশোধনী আইন অনুসারে)।

- আর্টিকল ৩৫৯ অনুসারে আর্টিকল ২০ ও আর্টিকল ২১ এ উল্লেখিত মৌলিক অধিকার গুলি বাদে সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়ে যায় ।
- আর্টিকল ৩৫৮ অনুসারে মৌলিক অধিকার ১৯ জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই স্থগিত হয়ে যায় ।
- কিন্তু আর্টিকল ৩৫৯ অনুসারে মৌলিক অধিকার গুলি স্থগিত হবে যেগুলি রাষ্ট্রপতি মনে করবে স্থগিত করার প্রয়োজন ।
- আর্টিকল ৩৫৯ অনুসারে মৌলিক অধিকার গুলি স্থগিত হতে পারে যখন জরুরি অবস্থা বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধের (Externel Disturbance) এবং সেনা অভ্যুত্থান (Internerl Disturbance) দুই কারণেই ডাকা হয় ।
- কিন্তু আর্টিকল ৩৫৮ অনুসারে মৌলিক অধিকার (আর্টিকল ১৯) স্থগিত হয় তখন যখন জরুরি অবস্থা বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধের (Externel Disturbance) কারণে ডাকা হয় ।

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

- আর্টিকল ৩৫৮ জরুরি অবস্থা চলাকালীন সারা দেশজুড়ে লাগু হয় কিন্তু আর্টিকল ৩৫৯ সারা দেশ জুড়ে বা দেশের কিছু অংশে লাগু হতে পারে ।
- আর্টিকল ৩৫৮ জরুরি অবস্থা চলাকালীন পুরো সময়কাল জুড়ে জারি থাকে কিন্তু আর্টিকল ৩৫৯ রাষ্ট্রপতির নির্ধারিত সময়কালের উপর নির্ভর করে ।জরুরি অবস্থা চলাকালীন পুরো সময়কাল জুড়ে থাকতে পারে অথবা তার চেয়ে কম সময় কাল জুড়ে জারি থাকে ।
- আর্টিকল ৩৫৮ বলে সম্পূর্ণ রুপে মৌলিক অধিকার আর্টিকল ১৯ স্থগিত করে দিতে পারে কিন্তু আর্টিকল ৩৫৯ বলে মৌলিক অধিকার ২০ এবং ২১ স্থগিত করতে পারেনা ।

এখনও পর্যন্ত জাতীয় জরুরি অবস্থা (আর্টিকল ৩৫২) তিন বার এই দেশে জারি হয় ।

- প্রথম বার - ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ।চিন অরুণাচল প্রদেশ (তখন NEFA -North-East Frontier Agency নামে পরিচিত ছিল) আক্রমণ করে ।

এই জাতীয় জরুরি অবস্থা ডাকা হয় বহিঃশত্রু অক্রমণের কারণে (Externel Emergency) ।এর মধ্যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে ।কিন্তু আলাদা করে তখন আর জরুরি অবস্থা জারি করার প্রয়োজন পড়েনি ।

- **দ্বিতীয় বার - দ্বিতীয় বার জরুরি অবস্থা জারি হয় ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ।** যখন পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ বাঁধে । **এই জরুরি অবস্থাও ডাকা হয় বহিঃশত্রু অক্রমণের কারণে ।**
- **তৃতীয় বার** -তৃতীয় **বার জরুরি অবস্থা জারি হয় ১৯৭৫ সালে । দ্বিতীয় বার জরুরি অবস্থা চলাকালীনই । তবে তৃতীয় বার জরুরি অবস্থা ডাকা হয় অভ্যন্তরীণ গোল যোগের কারণে (Internerl Disturbance) যাকে বলে Internerl Emergency। এই জরুরি অবস্থা দ্বিতীয় জরুরি অবস্থার সাথেই শেষ হয় ১৯৭৭ সালে ।**

Note: **৩৫২ ধারায় জাতীয় জরুরি অবস্থা দুই কারণে ডাকা হয় । যুদ্ধ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে যাকে বলে Externel Emergency আর সৈন্য অভ্যুত্থানের (armed rebellion) কারণে যাকে বলে Internerl Emergency ।(৪৪ তম সংশোধনীতে অভ্যন্তরীণ গোল যোগ কথাটি তুলে সৈন্য অভ্যুত্থানের (armed rebellion) কথাটি ব্যবহার করা হতে থাকে)**

রাষ্ট্রপতি শাসন -আর্টিকল ৩৫৬ (President's Rule)

- **সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে যে প্রতিটি রাজ্য সংবিধান মেনেই চলে সে ব্যাপারে নজর যেন নজর রাখে ।**
- যদি কোন **রাজ্য সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালাতে অক্ষম** হয় তাহলে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র রাজ্যের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে ।

  এই ব্যবস্থা কে বলে রাষ্ট্রপতি শাসন বা রাজ্য জরুরি অবস্থা বা সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা।
- **রাষ্ট্রপতি শাসন সংবিধানের দুটি ধারায় উল্লেখ আছে যথা আর্টিকল ৩৫৬ এবং আর্টিকল ৩৬৫**
- **আর্টিকল ৩৫৬ অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন কোন রাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত করা সম্ভব নয় তাহলে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন । একে রাষ্ট্রপতি শাসন বলে ।**
- **রাষ্ট্রপতি শাসন দুই কারণে জারি হতে পারে এক, ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী দুই , ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী**
- **৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বা নাকরে নিজে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারেন ।**

- ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন কোন রাজ্য কেন্দ্রর সাথে সংবিধান মেনে সহযোগিতা করতে অক্ষম তাহলে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারেন ।
- রাষ্ট্রপতি শাসন জারির প্রস্তাব পার্লামেন্টে দু মাসের মধ্যে পাশ করতে হবে এক্ষেত্রে দুই কক্ষেই সিম্পল মেজোরিটি ভোটে যদি প্রস্তাব পাশ হয় তাহলে সেই রাজ্যে ৬ মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যাবে ।সর্বাধিক কোন রাজ্যে তিন বছর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকতে পারে তবে প্রতি ছমাস অন্তর পার্লামেন্টের সম্মতি দরকার ।

- পাঞ্জাব রাজ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় ১৯৫১ সালে ।
- উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।১০ বার ।

- সর্বাধিক দিন হিসাবে রাষ্ট্রপতি শাসন চলেছে পাঞ্জাবে।তারপর জম্মু ও কাশ্মীরে ।
- পশ্চিমবঙ্গে ৪ বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল ।১৯৬২ সালে ,১৯৬৮ সালে ,১৯৭০ সালে এবং ১৯৭১ সালে ।
- ১৯৯৪ সালে বোম্মাই কেসে(Bommai Case) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে রাষ্ট্রপতি শাসনের বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে ।

আর্থিক জরুরি অবস্থা (আর্টিকল ৩৬০)-Financial Emergency

- সমগ্র দেশ বা দেশের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি যদিমনে করেন তাহলে সংবিধানের ৩৬০ ধারা অনুযায়ী তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন ।
- ১৯৭৮ সালের ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে আর্থিক জরুরি অবস্থা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে (যা ১৯৭৫ সালের ৩৮ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে করা যেতনা)।
- আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা হলে দুমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের দুই কক্ষে সিম্পল মেজোরিটি ভোটে সম্মতি পাশ করাতে হয় ।
- পার্লামেন্টের দুই কক্ষে পাশ হবার পর আর্থিক জরুরি অবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকে ।সময়সীমা বাড়াবার জন্য আলাদা করে পার্লামেন্টে আর সম্মতির প্রয়োজন হয়না ।

- আর্থিক জরুরি অবস্থা রাষ্ট্রপতি যখন চাইবেন তুলে নিতে পারেন ।
- এখনও পর্যন্ত দেশে কখনই আর্থিক জরুরি অবস্থা লাগু হয়নি ।

সংবিধান সংশোধন (Constitutional Amendment)

- ভারতের সংবিধান সংশোধন আমেরিকার সংবিধানের মত দুষ্পরিবর্তনীয় নয় আবার ব্রিটেনের সংবিধানের মত অতি সহজেই পরিবর্তন সম্ভব নয় ।
- ভারতের সংবিধান বলে খানিক অংশ সুপরিবর্তনীয় আর খানিক অংশ দুষ্পরিবর্তনীয় ।বলা চলে দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ । (Indian Constitution is neither flexible nor rigid but a synthesis of both)
- সংবিধানের ২০ তম অংশে এবং ৩৬৮ ধারায় উল্লেখ আছে যে পার্লামেন্ট চাইলে সংবিধান সংশোধন করতে পারে ।
- তবে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে পার্লামেন্টের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন সংশোধন করার কোন ক্ষমতা নেই ।
- সংবিধান সংশোধন বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষেই আনা যায় ।তবে রাজ্য আইনসভায় এই বিল আনা যায়না ।
- এই বিল মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের যেকোন সদস্যই আনতে পারে ।এর জন্য রাষ্ট্রপতির আগাম কোন সম্মতির প্রয়োজন পড়েনা ।
- দুই কক্ষেই স্পেশাল মেজোরিটিতে মানে কক্ষের মোট সদস্যের ৫০ শতাংশ এবং দুই -তৃতীয়াংশ উপস্থিত ভোটারদের দের ভোট পেতে হবে । বিল পাশ নিয়ে দুই কক্ষে মতানৈক্য দেখা গেলে সেক্ষেত্রে যৌথ বৈঠকের কোন সুযোগ থাকেনা ।
- সংবিধান সংশোধন বিল যদি কোন রাজ্যেবিষয় জড়িয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক রাজ্যের সিম্পল মেজোরিটি মানে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হতে হবে ।
- বিল দুই কক্ষে পাশ হবার পর ও অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদন (যদি প্রয়োজন হয়) পাবার পর বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় ।এই বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য । অসম্মতি বা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরৎ পাঠাবার কোন কোন ক্ষমতা নেই ।
- বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর সংবিধান সংশোধনী আইনে পরিনত হয় ।

সংবিধান সংশোধন তিন ভাবে করা যায় ।৩৬৮ ধারায় উল্লেখিত দুই প্রকার এবং অন্যান্য ধারায় উল্লেখিত এক প্রকার ।

৩৬৮ ধারায় উল্লেখিত দুই প্রকার সংবিধান সংশোধন হল

১. পার্লামেন্টে দুই কক্ষে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটে

২.পার্লামেন্টে দুই কক্ষে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটে এবং অর্ধেক রাজ্যের আইন সভায় সিম্পল মেজোরিটি ভোটে ।

আর অন্যান্য ধারায় উল্লেখিত বাকি একটি হল

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সিম্পল মেজোরিটি ভোটে ।

তাহলে সংবিধান সংশোধনের তিন প্রকার উপায় হল

১.পার্লামেন্টে দুই কক্ষে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটে

যেমন মৌলিক অধিকার , রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতি সমূহ সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি বিল গুলির ক্ষেত্রে ।

২.পার্লামেন্টে দুই কক্ষে স্পেশাল মেজোরিটি ভোটে এবং অর্ধেক রাজ্যের আইন সভায় সিম্পল মেজোরিটি ভোটে ।

যেমন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ,সুপ্রিম কোর্ট ,রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো,সংবিধান সংশোধন ,পার্লামেন্টের সদস্যতা ,সপ্তম তপশিল ইত্যাদি সংবিধান সংশোধন বিল গুলির ক্ষেত্রে ।

৩.পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সিম্পল মেজোরিটি ভোটে ।

যেমন নতুন রাজ্য গঠন ,রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন ,রাজ্যের নাম পরিবর্তন ,বিধান পরিষদ গঠন বা বিলোপ ,পার্লামেন্টের আইন ,নাগরিক আইন ,ভাষা,কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ইত্যাদি সংবিধান সংশোধন বিল গুলির ক্ষেত্রে ।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (Panchyayeti Raj)

- **১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন বিল পাস করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।**
- **সংবিধানে ২৪৩-২৪৩ (ও) আর্টিকল এবং নবম অংশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে স্থান দেওয়া হয়**
- **অবশ্য এর আগে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশক নীতির অন্তর্গত আর্টিকল ৪০ তে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। তাতে প্রতিটি রাজ্যকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া আছে ।**
- 'পঞ্চায়েত' শব্দটির উৎপত্তি পঞ্চ বা পাঁচ থেকে। পাঁচজন সদস্য নিয়ে যে স্বশাসিত স্বনির্ভর গ্রামীণ পরিষদ গঠিত হত, তাকেই বলা হত পঞ্চায়েত।
- ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মায়ো ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারি আইন বা বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারি অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন অনুসারে গ্রামাঞ্চলের অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে চৌকিদারি পঞ্চায়েত নামে একটি কৃত্রিম সংস্থা চালু হয়।
- **ভাইসরয় লর্ড রিপন (দপ্তরকাল ১৮৮০-৮৪) প্রথম ভাইসরয় যিনি ভারতে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। ১৮৮২ সালে এই ব্যাপারে রিপনের প্রস্তাব গৃহীতও হয়।**
- **১৯৫৭ সালে প্রকাশিত বলবন্তরাই মেহতা কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতের সব রাজ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়।**
- **ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় রাজস্থানের নাগৌর জেলাতে ২ অক্টোবর ১৯৫৯ সালে।**

তবে পশ্চিমবঙ্গে চার-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়।

১.গ্রাম পঞ্চায়েত

২.অঞ্চল পঞ্চায়েত

৩.আঞ্চলিক পরিষদ

৪.জেলা পরিষদ

- **১৯৭৩ সালে পাস হয় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট। এই আইনবলে চার-স্তর পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রবর্তিত হয় – পূর্বতন অঞ্চল পঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।**
- **১৯৭৮ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।তার পূর্বে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ১৯৬৮ সালে।**
- ২০০৯ সালে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় ৫০% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় ।

পৌরসভা বা পৌরনিগম

- বিভিন্ন ছোটো ও মাঝারি শহরে পৌরসভা (municipality) এবং **কোলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, আসানসোল, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়িতে পৌরনিগম বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (municipal Corporation)রয়েছে।**
- আবার নগরায়নের ফলে গড়ে-ওঠা যেসব শহরে পৌরসভা বা পৌরনিগম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, রাজ্য-সরকার **সেইসব শহরে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি (Notified Area Authority)গড়ে তুলতে পারে।**
- **৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, পৌরসভা যাঁদের নিয়ে গঠিত হবে, তাঁরা হলেন** – (i) 'ওয়ার্ড' নামে পরিচিত প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটাদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, (ii) **পৌরপ্রশাসন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তি (এঁদের ভোটাধিকার নেই),** (iii) পৌরসভাটি যে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, (iv) রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সেইসব সদস্য, যাঁরা পৌরাঞ্চলের নথিভুক্ত ভোটাদাতা এবং (v) পৌর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কমিটির সভাপতিবৃন্দ(chairpersons)।

- পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনে পৌরসভার কার্য সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য কেবল পৌরসভা গঠনের কথাই বলা হয়নি, সেই সঙ্গে আরও দুটি কর্তৃপক্ষ (Authorities)- এর কথা বলা হয়েছে। **এই দুটি কর্তৃপক্ষ হল স-পরিষদ চেয়ারম্যান (Chairman- in - Council) এবং চেয়ারম্যান (Chairman)। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৩টি পৌর কর্তৃপক্ষ রয়েছে যথা – (ক) পৌরসভা, (খ) স-পরিষদ চেয়ারম্যান এবং (গ) চেয়ারম্যান।**

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন)

- **সংবিধানের ১৪তম অংশে এবং ৩১৫ নং ধারা থেকে ৩২৩ নং ধারা পর্যন্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।**
- **ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC)-র চেয়ারম্যান অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।**
- **UPSC-র সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণত চ্যায়ারম্যান সহ ৯ থেকে ১১ জন সদস্য থাকেন কমিশনে ।**
- UPSC-র সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ **৬ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়সে UPSC-র সদস্যদের অবসর গ্রহণ করতে হয়।**

- রাষ্ট্রপতি চ্যায়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্যদের যেকোন **সময় অপসারণ করতে পারেন অবশ্য তার আগে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত করে দেখবে যে তাদের অপসারণের কারণ বৈধ কি না** ? যদি বৈধ হয় তবেই রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন ।
- **ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বলা হয় 'watch-dog of merit system' in India.**

স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন

- **স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন(SPSC) -র চেয়ারম্যান অন্যান্য সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন।**
- স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্দিষ্ট কোন সদস্য সংখ্যা নেই ।**স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন রাষ্ট্রপতি।**
- **স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর অথবা ৬২ বছর বয়সে সদস্যদের অবসর গ্রহণ করতে হয়।**
- **স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চ্যায়ারম্যান ও সদস্যদের রাজ্যপাল নিয়োগ করলেও অপসারণ কেবল মাত্র রাষ্ট্রপতি করতে পারেন । অবশ্য তার আগে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত করে দেখবে যে তাদের অপসারণের কারণ বৈধ কি না** ?যদি বৈধ হয় তবেই রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন ।

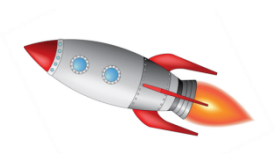

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORM FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

অর্থ কমিশন (Finance Commission)

- **ভারতীয় সংবিধানের ২৮০ নং ধারায়** অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে ।
- **রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর অর্থ কমিশন নিয়োগ করেন। প্রয়োজনে তার আগেও রাষ্ট্রপতি অর্থ কমিশন করতে পারেন ।**
- **একজন চ্যায়ারম্যান ও আরও চারজন সদস্যকে নিয়ে অর্থ কমিশন গঠিত হয়। তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ রাষ্ট্রপতি ঠিক করে দেন ।**
- **এখনও পর্যন্ত ১৫টি অর্থকমিশন গঠিত হয়েছে ।**
- **প্রথম অর্থ কমিশন গঠিত হয় ১৯৫১ সালে ;চ্যায়ারম্যান ছিলেন কেসি নিয়োগি ।বর্তমান অর্থকমিশনের (১৫তম) চ্যায়ারম্যান হলেন এন কে সিং ।**

জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংস্থান (৩৭০ নং ধারা)

- **'জম্মু ও কাশ্মীর' ভারতের একমাত্র অঙ্গরাজ্য যার নিজস্ব সংবিধান আছে (নিজস্ব পতাকাও আছে)।**
- **ভারতীয় সংবিধানের একুশ তম অংশে এবং ৩৭০ নং ধারায় জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে এই বিশেষ বিধি-ব্যবস্থার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে**
- একুশ তম অংশে জম্মু কাশ্মীর ছাড়াও আরো ১২টি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে । **জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা**
- **জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত গণপরিষদের রচিত রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান ১৭ ই নভেম্বর ১৯৫৬ সালে গৃহীত হয় এবং সেটি ১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকারী হয়।**
- **ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক কর্তব্য ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে প্রযোজ্য হলেও জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।**

সরকারি ভাষা

- **ভারতীয় সংবিধানের সপ্তদশ অংশে -এর অন্তর্গত ৩৪৩ নং থেকে ৩৫১ নং ধারায়** সরকারি ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- ১৯৬৩ সালে 'সরকারি ভাষা আইন' সংসদে পাস হয়, যার মুখ্য বিষয় ছিল ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে ব্যবহারের মেয়াদ বৃদ্ধি করা।
- **সংবিধান চালু হওয়ার সময় অষ্টম তফশিলে মোট ১৪টি ভারতীয় (আঞ্চালিক ভাষা) ভাষার উল্লেখ ছিল। বর্তমানে সংবিধান স্বীকৃত ভারতীয় ভাষার সংখ্যা হল ২২টি।**

লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত

- সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনতে ও জালিয়াতি রুখতে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা হয় ।
- তিনি কোন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নিতীর অভিযোগ আসলে তা তদন্ত করেন । **রাজ্যস্তরে লোকায়ুক্ত নিয়োগ হয় তেমনি কেন্দ্রীয় স্তরে লোকপাল নিয়োগ হয় ।**
- **মহারাষ্ট্র প্রথম রাজ্য হিসাবে লোকায়ুক্ত নিয়োগ করেছিল ১৯৭১ সালে ।**
- **২০১৩ সালে পার্লামেন্টে পাশ হয় Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 বিল**
- **সুইডেনের অনুকরণে(ombudsman)লোকপাল নিয়োগ করা হয় ।**
- **লোকপাল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এল এল সিংভি ১৯৬৩ সালে ।**

- সংস্কৃত শব্দ 'লোকপাল' কথার অর্থ 'জনগণের রক্ষাকর্তা' (লোকা মানে জনগণ ও পালা মানে রক্ষা কর্তা)
- ষাটের দশকে বিলটি প্রথম পার্লামেন্টে নিয়ে আসেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী অশোক কুমার সেন ।
- **১৯৬৯ সালে লোকসভায় জনলোকপাল নামে পাশ হয় বিলটি । কিন্তু রাজ্যসভায় পাশ না হতে পারায় বিলটি লাগু হয়নি । তারপর দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পর ২০১৩ সালে বিলটি পার্লামেন্টে পাশ হয় ।**
- **পশ্চিমবঙ্গে প্রথম লোকায়ুক্ত আইন পাশ হয়েছিল ২০০৩ সালে।**
- **২০০৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের প্রথম লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা হয়।**
- **২৪ জুলাই রাজ্য বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত (সংশোধন) বিল, ২০১৮' পাস করানো হয়। এই বিলে মুখ্যমন্ত্রীকে লোকায়ুক্তের যে কোনও ধরনের তদন্ত ও নজরদারির বাইরে রাখা হয়েছে।**
- **পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান লোকায়ুক্ত হিসেবে নিযুক্ত আছেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়।**

অনাস্থা প্রস্তাব কী

- অনাস্থা সম্পর্কিত নিয়ম নীতি নিয়ে স্পষ্ট করে সংবিধানে কোথাও **উল্লেখ না থাকলেও আর্টিকল ৭৫(৩)** মেনে এই অনাস্থা প্রস্তাব পরিচালিত হয় ।যেহেতু এই ধারায় মন্ত্রীসভার সদস্যরা যৌথ ভাবে লোকসভার কাছে আস্থাশীল থাকে ।
- তবে লোকসভার নিয়মনীতি ও পরিচালন আইনের ১৯৮ ধারায় অনাস্থা প্রস্তাবের সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে ।
- অনাস্থা প্রস্তাব কেবল মাত্র লোক সভায় আনা যায় ।রাজ্যসভায় নয় ।
- লোক সভার যে কোন সদস্য এই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন । অধিবেশন বসার আগে লিখিত ভাবে স্পিকারের কাছে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হবে ।
- যদি কমপক্ষে ৫০ জন সাংসদ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তাহলে স্পিকার এই সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য দিন ঠিক করে দেন । তারপর ভোট গ্রহণ করা হয় ।
- যদি শাসক গোষ্টি অনাস্থা ভোটে হেরে যায় তাহলে মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রীকে ভেঙে দিতে হয় ।

আস্থা ভোট কী

- আস্থা ভোটের ব্যাপারে **লোকসভার নিয়মনীতি ও পরিচালন আইনের ১৮৪ ধারায়** নির্দেশ দেওয়া আছে ।
- যদি সহযোগী দলের সদস্যরা সমর্থন তুলে নেয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার কাছে কাছে আস্থা ভোটের সন্মুখীন হতে হয় ।

ভারতীয় সংবিধানের সংক্ষিপ্ত সূচি

পার্ট নং	অনুচ্ছেদ নং	আলোচ্য বিষয়
পার্ট -1	1–4	অঙ্গরাজ্য গঠন, পুনর্গঠন –সংক্রান্ত বিষয়াদি
পার্ট -2	5–11	নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়
পার্ট -3	14–18	সাম্যের অধিকার, বৈষম্যতা নিষিদ্ধকরণ, সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সরকারি খেতার প্রদান নিষিদ্ধকরণ।
	19–22	স্বাধীনতার অধিকার, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার, গ্রেফতারি ও অইন – সংক্রান্ত অধিকার।
	23–24	শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।
	25–28	ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।
	29–30	সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের)।
	32–35	সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।
পার্ট -4	36–51	রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নির্দেশাত্মক নীতি।
পার্ট -4(A)	51(A)	মৌলিক দায়িত্ব।
পার্ট -5	52–73	রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি –সংক্রান্ত অথ্যাবলি।
	74–75	মন্ত্রীপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী।
	76	অ্যাটর্নি জেনারেল।
	77	সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা।
	78	প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতিকে তথ্যপ্রদান –সংক্রান্ত কর্তব্য।
	79–106	সংসদ (রাজ্যসভা ও লোকসভা)।
	107–122	সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি।
	123	রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা –সংক্রান্ত বিষয়।
	124–147	বিচারব্যবস্থা (সুপ্রিমকোর্ট)।
	148–151	কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG)।
	152	অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের পার্থক্য।
	153–162	রাজ্যপাল ও রাজ্যপ্রশাসন –সংক্রান্ত বিষয়াদি।
	163–164	মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য মন্ত্রীপরিষদ।
	165	অ্যাডভোকেট জেনারেল।
	166	রাজ্য সরকারের শাসন পদ্ধতি।

পার্ট -6	167	মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালকে তথ্যপ্রদান –সংক্রান্ত কর্তব্য।
	168–195	অঙ্গরাজ্যের অইনসভা।
	169–212	রাজ্য অইনসভার অইন প্রণয়ন পদ্ধতি।
	213	অইন প্রণয়ন –সংক্রান্ত রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা।
	214–232	হাইকোর্ট
	233–237	রাজ্যের অধস্তন আদালতসমূহ।
পার্ট -7	238	প্রথম তফশিলের পার্ট B –এর অন্তর্গত রাজ্যগুলি সম্পর্কিত আলোচনা।
পার্ট -8	239–241	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শাসন –সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা।
	242	রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে সপ্তম সংবিধান সংশোধনী আরোপিত বিধিব্যবস্থা।
পার্ট -9	243	পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থা ও নগরপালিকার গঠন, নির্বাচন, কার্যকালের মেয়াদ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা –সংক্রান্ত বিষয়। ২৯টি বিষয়ে পঞ্চায়েত এবং ১৮টি বিষয়ে নগরপালিকার শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থাসমূহ।
পার্ট -10	244, 244(A)	তপশিলভুক্ত এবং উপজাতি অধ্যুষিত (SC & ST areas) সম্পর্কিত আলোচনা।
পার্ট -11	245–255	আইন প্রণয়ন –সংক্রান্ত কেন্দ্র –রাজ্য সম্পর্ক।
	256–263	কেন্দ্র –রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক।
পার্ট -12	264–267	সম্পত্তি, সম্পত্তি –সংক্রান্ত চুক্তি, মামলা –সংক্রান্ত, আকস্মিক ব্যয় তহবিল গঠন –সংক্রান্ত বিষয়।
	268–300(A)	কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, রাজস্ব অর্থ ও সম্পত্তি –সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে রাজ্যের অধিকার, দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা এবং মতবিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।
পার্ট -13	301–307	অভ্যন্তরীণ (ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে) ব্যাবসাবাণিজ্য –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
পার্ট -14	308–314	রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
	315–323	ইউ পি এস সি এবং স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Public service commission)
পার্ট -14(A)	323(A), 323(B)	অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল গঠন।
পার্ট -15	324	নির্বাচন কমিশন
	325–329	নির্বাচন –সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়সমূহ।
পার্ট -16	330–342	লোকসভা ও রাজ্য আইন্সভায় এবং সরকারি চাকরিতে তপশিলিভুক্তগ জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিশেষ

		ব্যবস্থা, লোকসভা অ্যাংলো –ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিষয়সমূহ, অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন।
পার্ট -17	343–351	সরকারি ভাষা –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
পার্ট -18	352–360	জরুরি অবস্থা –সংক্রান্ত ব্যবস্থা
পার্ট -19	361–367	ফৌজদারি মামলার অভিযোগের নিরিখে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির বিশেষ ছাড় এবং আইন –সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভার কৃতকাজ বা ঘোষণার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ ও অন্যান্য বিষয়সমূহ।
পার্ট -20	368	সংবিধান সংশোধনী –সংক্রান্ত বিষয়।
পার্ট -21	369	কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষ্যে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।
	370	জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও পৃথক সংবিধান।
	371–372	মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, অসম, মণিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন।
পার্ট -22	393–395	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy unlimited support till Success!

ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন তফশিল ও তার আলোচ্য বিষয়

তফশিল	বিষয়
1	অঙ্গরাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এলাকা সম্পর্কিত আলোচনা।
2	রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল সম্পর্কিত বিধানসমূহ, লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতি, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, রাজ্য বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি, হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি –সংক্রান্ত বিধানসমূহ, CAG সম্পর্কিত বিধানসমূহ।
3	শপথ বা প্রতিজ্ঞার বয়ানসমূহ।
4	রাজ্যসভার আসন বণ্টন।
5	তপশিলি ক্ষেত্রসমূহ ও জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানসমূহ।
6	অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানবলি।

7	কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ন তালিকার সুযোগসুবিধা।
8	**সরকারি ভাষাসমূহ।**
9	কোনো কোনো আইন ও নিয়মকানুনের বৈধতা।
10	**দলত্যাগ বিরোধী বিধান।**
11	**পঞ্চয়েতের ক্ষমতা –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।**
12	নগরপালিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব –সংক্রান্ত বিষয়সমুহ।

কিছু বিশেষ ধারা ও তাদের বিষয়সমূহ

বিষয়	ভারতীয় সংবিধানের যত নং ধারায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে
নতুন রাজ্য গঠন কিংবা বিষয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতাসমূহ	2
ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন ও বিলুপ্তি –সংক্রান্ত ক্ষমতা	11
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ	17
সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক নয় এমন সরকারি খেতাব প্রদান নিষিদ্ধকরণ	18
ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ৬টি মৌলিক স্বাধীনতাকে মান্যতা প্রদান	19
কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে এবং গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না	21
ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক সমভাবে নিজের বিবেকের স্বাধীনতা অনুযায়ী নিজ ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারে করতে পারবে	25
সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মবিষয়ক শিক্ষা দান করা যাবে না	28
মৌলিক অধিকার খর্ব করা হলে যে –কোনো ভারতীয় নাগরিক সরাসরি সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারবেন	32
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ	54, 55
রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্ট –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ	61
উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান	64
উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি	66
ভারতীয় বিচারব্যবস্থা কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত (মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত) অপরাধীর দন্ডাজ্ঞা পরিবর্তন ও দন্ডাদেশ হ্রাসে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতাসমূহ	72
প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের পদচ্যুত	75(2)

করার ক্ষমতা	
মন্ত্রীপরিষদের যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়বদ্ধতা	75(3)
রাষ্ট্রপতি নির্দেশিত আইন ও শাসন –সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে অ্যাটর্নি জেনারেলের কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান	76
শাসনকার্য পরিচালনা ও প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবগত করা	78
সংসদের সদস্যপদ বাতিল –সংক্রান্ত বিষয়	103
অর্থবিলের সংজ্ঞা	110
সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক গঠন	124
যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে আইন –সংক্রান্ত এমন কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অথবা উত্থাপিত হতে পারে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের মতামত গ্রহন করা প্রয়োজন, তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টের মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন	143(1)
কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের পদ গঠন	148
মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভার রাজ্যপালকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য প্রদান	163(1)
রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা	163(2)
বিধান পরিষদের সৃষ্টি বা বিলুপ্তসাধন	169
রাজ্যপাল, রাজ্য আইন্সভার অনুমোদিত কোনো বিলে স্বাক্ষর না করে, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করতে পারেন	200 এবং 201
মৌলিক অধিকার খর্ব করা হলে যে –কোনো ভারতীয় নাগরিক সরাসরি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন	226
অর্থ কমিশন গঠন	280
সম্পত্তির অধিকার	300(A)
কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনের সময় সংসদের ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার	327
জাতীয় জরুরি অবস্থা –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ	352
অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন	356
আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি	360
ভারতীয় সংবিধান সংশোধন –সংক্রান্ত বিষয়সমূহ	368
জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা ও পৃথক সংবিধান	370

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী

সাল	কততম সংবিধান সংশোধন	বিবরণ
1951	1ম	সংবিধানের নবম তফশিল সংযুক্ত হয়।
1960–61	10ম	পোর্তুগিজ অধিকৃত দাদরা ও নগর হাভেলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্তিকরণের পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা হয়।
1961 – 62	12তম	পোর্তুগিজদের থেকে মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা হয়।
1962	13তম	নাগাল্যান্ডকে একটি পৃথক অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়।
1975	36তম	সিকিম ভারতের 22তম অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।
1976	42তম ('মিনি রিভিশন অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন')	1. প্রস্তাবনাঃ প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সার্বভৌম, গনতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র, কথাগুলির সাথে নতুন দুটি শব্দ 'ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি যুক্ত করা হয়। 2. নির্দেশাত্মক নীতিঃ কিছু নতুন নির্দেশাত্মক নীতিকে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলিকে। মৌলিক অধিকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই নীতিগুলি হল –i) শ্রমিকদের শিল্পের প্রশাসনিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, ii) পরিবেশ রক্ষা, iii) দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে অইনি সহায়তা প্রদান। 3. মৌলিক দায়িত্বের (মোট ১০টি) ধারণাটি ভারতীয় সংবিধানের (বর্তমানে ১১টি) অন্তর্ভুক্ত হয়।
1978	44তম	'সম্পত্তির অধিকার' –কে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বহির্ভূত করা হয়।
1985	52তম	'দলত্যাগ বিরোধী আইন' পাস হয় ও এটিকে দশম তফশিলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
1989	61তম	ভোটাধিকারলাভের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বয়স 21 বছর থেকে কমিয়ে 18 বছর করা হয়।
2002	86তম	সংবিধানে পার্ট 3 –তে 21 (A) নং অনুচ্ছেদে 6 থেকে 14 বছর বয়সের কিশোর –কিশোরীদের শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং সংবিধানের পার্ট 4(A) –র 51(A) নং অনুচ্ছেদ পিতা –মাতা ও অভিভাবকদের জন্য 6 থেকে 14 বছর বয়সের কিশোর –কিশোরীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করাকে একাদশতম মৌলিক কর্তব্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কমিশন

কমিশনের নাম	নিযুক্তিকরণ	বিবেচ্য বিষয়
(এস কে ধরের নেতৃত্বে) ধর কমিশন	1948	ভারতের অঙ্গরাজ্য পুনর্গঠনের নীতি নির্ধারণ
(জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়ে গঠিত) যে ভি পি কমিটি	1948	ভারতের অঙ্গরাজ্য পুনর্গঠনের নীতি নির্ধারণ
শাহ কমিশন	1966	পাঞ্জাব রাজ্য পুনর্গঠন-সংক্রান্ত বিশয়সমূহ
সারকারিয়া কমিশন	1983	ক্ষমতার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক
বলবন্ত রাই জি মেহেতা কমিটি	1957	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের বাস্তব রূপায়ণ
অশোক মেহেতা কমিটি	1977	পঞ্চায়েতিরাজ্যের মুল্যায়ন

সুপ্রিমকোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট প্রদত্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রায়

মামলা	সময়কাল	কোর্ট	বিষয়বস্তু
গোলকনাথ মামলা	1967	সুপ্রিমকোর্ট	সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারকে সংসদ সংকুচিত অথবা বাতিল করতে পারবে না।
কেশবানন্দ ভারতী মামলা	1973	সুপ্রিমকোর্ট	সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না।

মিনার্ভা মিলস মামলা	1980	সুপ্রিমকোর্ট	42তম সংবিধান সংশোধনী আইনের অন্তর্গত সংবিধানের যে-কোনো অংশ সংশোধন এবং সংশোধনী আইনের বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার আদালতের থাকবে না—এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়।
সাহবানু এবং সুবানু মামলা	1985 এবং 1987	সুপ্রিমকোর্ট	(1) পীড়নকারী স্বামীর অন্যায় আচরণের হাত থেকে মুসলমান মহিলাদের রক্ষা করা এবং তাদের ভরনপোষণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা। (2) বধূহত্যার অভিযোগ অপরাধী ব্যক্তিকে সুপ্রিমকোর্ট চরম দন্ড দেওয়ার কথা বলেছে।
জনস্বার্থ মামলা	22 ডিসেম্বর, 2003	কলকাতা হাইকোর্ট	(1) প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ মেলা বা অন্য কোথাও যত্রতত্র ফেলা যাবে না (2) চা, কফি বিক্রির জন্য প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করা যাবে না।
	19 ডিসেম্বর, 2003	কলকাতা হাইকোর্ট	রক্তদাতাদের রক্ত পরিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন-উত্তর

ভারতীয় সংবিধানের উৎস এবং প্রস্তাবনা

ভারতীয় শাসনতন্ত্র যে দেশের অনুকরণে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা রূপায়ণ করেছে -ব্রিটেন

ভারতবর্ষের সংবিধানে নিম্নোক্ত কোন আইনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে? -ভারতশাসন আইন, 1935

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি -সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

'সার্বভৌম' শব্দটির অর্থ হল -অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সংবিধান -আধা –যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্রিটেনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানির পদ -বংশানুক্রমিক এবং নিয়মতান্ত্রিক

পৃথিবীর কোন দেশ সর্বপ্রথম তাদের সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করে? -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জাতীয় ঐক্য ও সংহতী –এই শব্দসমষ্টি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়েছে -1976 সালে

ভারতীয় সংবিধান যখন কার্যকর হয়েছিল তখন ভারতবর্ষকে সংবিধানের প্রস্তবনায় কিরূপ রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল?

সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

নিম্নলিখিত কোনটি ভারতীয় প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রকৃত লক্ষ্য ? -সকল উৎপাদনব্যবস্থার জাতীয়করণ

গণপরিষদ ও সংবিধান রচনার ইতিহাস

গণরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. সচ্চিদানন্দ সিনহার নাম গনপরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতিরূপে ঘোষিত হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন –-গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য

গণপরিষদের প্রথম চ্যায়ারম্যান কে ছিলেন ?-সচ্চিদানন্দ সিনহার

গণপরিষদের মোট কতজন সদস্য দেশীয় রাজা দ্বারা মনোনীত হয়েছিল? -93জন

গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল –নভেম্বর, 1946

ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছিলেন –এম এন রায়

ভারতের সংবিধান কবে ঘোষিত হয়? -26 জানুয়ারি, 1950

গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন –প্রাদেশিক ভারতবর্ষের জনগন দ্বারা নির্বাচিত

গণপরিষদের প্রাথমিক সদস্যগুলির মধ্যে মোট কতগুলি আসন মুসলিম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল?-78

ভারতের সংবিধান কার্যকার হওয়ার আগে তাতে গণপরিষদের সকল সদস্য স্বাক্ষর করেছিলেন –24 আগষ্ট, 1950

গণপরিষদের প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা কীসের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলন? -একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকার

কংগ্রেস গণপরিষদ গঠনের দাবিকে আনুষ্ঠানিক সম্মতি জানিয়েছিল –1935 সালে

ভারতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেছিলেন –ক্লিমেন্ট এটলি

গণপরিষদে গঠনের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল –ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে

ব্রিটিশ সরকার ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল –1946 সালের 16 মে

গণপরিষদের সহ –সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন –-হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি

গণপরিষদে জওহরলাল নেহরুর উত্থাপিত উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল –1947 সালের 22 জানুয়ারি

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন –1946 সালে

প্রথমবার যে ব্রিটিশ আইন আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করেছিল সেটি হল –ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1909

নিম্নলিখিত কোন ব্রিটিশ আইনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক অসামরিক এবং রাজস্ব –সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল গঠনের কথা বলা হয়েছিল? পিটের ভারতশাসন আইন, 1784

কোন আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্র –রাজ্য ক্ষমতা বিভাজনের পরিকল্পনায় অনুসৃত হয়েছিল? ভারতশাসন আইন, 1935

ভারতের রাজ্যগঠন

সংবিধান অনুসারে নতুন রাজ্য গঠন করা বা বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তন করার অধিকারী হল – সংসদ

বর্তমানে ভারতে আছে –29টি রাজ্য ও 7টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

স্বাধীনোত্তর ভারতে কত সালে ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়? 1956

ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি পরীক্ষার জন্য 1948 সালে প্রথম কমিশটি গঠিত হয়েছিল - বিচারপতি এস কে ধরের নেতৃত্বে

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য 1953 সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয় –

ফজল আলির নেতৃত্বে

ভারতের ২৪তম অঙ্গরাজ্যটি হল –ঝাড়খন্ড

কতজন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সিকিমকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়? 36 তম

ভারতবর্ষের নবীনতম রাজ্যটি হল – তেলেঙ্গানা

সংবিধানের 1 নং ধারায় ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে –রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় –অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে

কত নং ধারা অনুযায়ি বিদেশী রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ও নতুনরাজ্য গঠন করা যায়? 2

কত সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন সরকারের কাছে রির্পোট পেশ করেছিল? 1955

নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক কর্তব্য

স্বাধীনতার অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় –রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারণে

সাম্যের অধিকার সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে? 14 –18 নং

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সংবিধানের কোন কোন ধারায় উল্লিখিত হয়েছে? 23 –24 নং ধারায়

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সংবিধানের কোন কোন ধারায় উল্লিখিত হয়েছে? 25 –28 নং ধারায়

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সংবিধানের কোন ধারায় উল্লিখিত হয়েছে? 32 নং

সংবিধানের কোন কোন ধারা কোনো অবস্থাতেই স্থগিত রাখা যায় না? 20 ও 21 নং ধারা

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় –জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হলে

কোন মৌলিক অধিকার নিবর্তনমূলক আইন দ্বারা সংযত হয়? স্বাধীনতার অধিকার

মৌলিক অধিকার রদ করতে পারেন –রাষ্ট্রপতি

নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কোনটি বিদেশিরাও পেতে পারেন? শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

কোন মৌলিক অধিকার অনুযায়ী শিখরা 'কৃপণ' বহন করতে পারে? ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার হল –আইনগত অধিকার

মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালত জারি করতে পারে –রিট

মৌলিক অধিকারগুলিকে সংশোধন করতে পারে –সংসদ

নিম্নলিখিত কোন রিটের মাধ্যমে আদালত বন্দি ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে? হ্যাবিয়াস করপাস

ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় মৌলিক কর্তব্যগুলি সংবিধানের কোন পার্টে বর্ণিত হয়েছে? চতুর্থ সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ রয়েছে? 51 (A)

JOIN LIVE ONLINE COURSE WITH
ZERO-SUM

বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা কতগুলি? 11

সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যের ধারণায় অন্তর্ভুক্তির প্রধান কারণ –অসাংবিধানিক কার্যকলাপ সংযত করা

কোন কিমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়? সরণ সিং কমিটি

কোন মামলায় সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় যে, সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে না? গোলকনাথ মামলা

কত নং ধারায় মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে? 19

ভারতে মৌলিক অধিকারগুলি হল –অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়

সংবিধানের কোন ধারায় অস্পৃশ্যতা –সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে? 17 নং ধারা

কত নং অনুসারে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য লেখ জারি করতে পারে? 226

কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর সর্বাধিক কতক্ষণের মধ্যে তাকে নিকটতম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করতে হয়? 24 ঘন্টা

নির্দেশাত্মক নীতি

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উদ্দেশ্য হল –সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পথ সুগম করা

সংবিধানের 42তম সংশোধনীয় মাধ্যম কটি নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানের চতুর্থ অংশে সংযুক্ত হয়? 4টি

ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা –সংক্রান্ত নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সাথে কোন দেশের সংবিধানে বর্ণিত ধারণার মিল রয়েছে? আয়ারলযান্ড

কোন মামলায় সুপ্রিমকোর্ট এই মর্মে রায়দান করে যে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি একে অপরের সহায়ক? বেরুবাড়ি মামলা

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে কোনটি বাতিল বলে গণ্য হয়? নির্দেশমূলক নীতি

দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনা খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয় যে নীতি অনুসারে –নির্দেশমূলক নীতি

নাগরিকদের অর্থনীতিক ন্যায়বিচারের কথাটি সংবিধানের যে অংশে উল্লিখিত হয়েছে –নির্দেশমূলক নীতি

রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করতে পারে –সংসদ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হলেন –ভারতের রাষ্ট্রপতি

সংসদের অনুমোদন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতির ঘোষিত অর্ডিন্যান্স সাধারণত কত দিন পর্যন্ত কার্যকারী থাকে?

সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার পর 6 সপ্তাহ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন কেবলমাত্র তখনই যখন – পার্লামেন্টের দুটি অধিবেশনের (একটি অধিবেশনের শেষ এবং পরবর্তী অধিবেশনের শুরুর আগে) মধ্যবর্তী সময়ে

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের কোনো সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারেন –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে

রাষ্ট্রপতির ভাষন প্রস্তুত করেন –প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেট

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তি হল –একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন যদি তিনি ওই মর্মে –ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের লিখিত পরামর্শ লাভ করেন

রাষ্ট্রপতি জারি করা 'জরুরি অবস্থা'র ঘোষণাকে কত দিনের মধ্যে সংসদের উভয়কক্ষের প্রতিটিতে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে হয়? জাতীয় জরুরি অবস্থায় ক্ষেত্রে 1 মাস এবং বাকি দুটি জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে 2 মাস

কে রাজ্যসভা ও লোকসভার যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন? রাষ্ট্রপতি

লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ (5 বছর) শেষ হওয়ার আগে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি

যখন কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয় তখন সেটি দূর করার জন্য –রাষ্ট্রপতি দুটি কক্ষের যৌথ অধিবেশনের আহ্বান জানান

কোনো রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধানের পদে রাজ্যপালকে নিয়োগ করার সময়, প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কার সাথে আলোচনা করেন? সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল তাঁর সমস্ত কাজের জন্য কার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন? রাষ্ট্রপতি

রাজ্যপাল যদি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বা টার্ম শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তাঁকে কার কাছে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করতে হবে? রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করে –সুপ্রিমকোর্ট

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি দুজনেই যদি অনুপস্থিত থাকেন বা অসুস্থ হন, তাহলে কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি হিসেবে পালন করেন –সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি

রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার কতজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন? 12

কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন? নীলম সঞ্জীব রেড্ডি কোন সাংবিধানিক পদাধিকারী বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন? রাষ্ট্রপতি

ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন –আলঙ্কারিক ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা

কোন বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদানে বাধ্য থাকেন? অর্থবিলে

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কোনো বিবাদ দেখা দিলে, বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের চূড়ান্ত অধিকার আছে –সুপ্রিমকোর্টের

উপরাষ্ট্রপতি তাঁর টার্ম শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে চাইলে কে তাঁর পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করবেন? রাষ্ট্রপতি

উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বয়স হল –35 বছর

উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাব কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়? কেবলমাত্র রাজ্যসভায়

উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে সভাপতিত্ব করেন –রাজ্যসভায়

প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

নিম্নলিখিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে কে রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন প্রথম প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছিলেন? ইন্দিরা গান্ধি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য পদপ্রার্থীর আবশ্যিক ন্যূনতম বয়স হল –25 বছর

প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অথবা তাঁর মৃত্যু ঘটলে –নিজের থেকেই মন্ত্রীপরিষদ ভেঙে যায়

লোকসভায় কার্যকালের মেয়াদ (5 বছর) শেষ হওয়ার পূর্বে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন –রাষ্ট্রপতি কর্তুক নিযুক্ত

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদে বহালি থাকেন –যতদিন তিনি সংসদের আস্থা ভোগ করেন

যদি প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য হন –তিনি অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দিতে পারেন না

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করেন –প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ি লোকসভার অধ্যক্ষ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে কে সভাপতিত্ব করেন –প্রধানমন্ত্রী

সংসদের সদস্য না হয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া যায় এবং সেই পদে বহাল থাকা যায় সর্বাধিক 6 মাস

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কোনো সদস্যকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত করতে পারেন –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে অনুযায়ী

কাকে সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (The first among equal) বলে বিবেচনা করা হয়? প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ সাধারণত ক –টি শ্রেণির মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয়? তিন

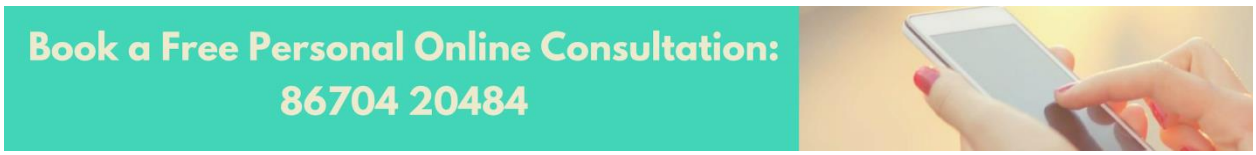

সংবিধানের কত নং ধারা অনুসারে মন্ত্রীসভা তাঁর কাজের জন্য যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে?

75 (3)

সংবিধানের কত নং ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন? 75

মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য মন্ত্রীসভা

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী –সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হন

কোনো রজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধানের পদে রাজ্যপালকে নিয়োগ করার সময়, প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কার সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন? সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন – মুখ্যমন্ত্রী

কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অথবা তাঁর মৃত্যু ঘটলে –নিজের থেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদে ভেঙে যায়

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন –প্রফুল্ল ঘোষ

রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদ সম্মিলিতভাবে কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে? বিধানসভা

রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান –রাজ্যপাল

রাজ্য আইনসভার সদস্য না হয়েও রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে থাকা যায়, সর্বাধিক –6 মাস

রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন –মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা

পার্লামেন্টের কোন কক্ষের সভাপতি ওই কক্ষের সদস্য নন? রাজ্যসভা

কোন আধিকারিক পার্লামেন্টের সদস্য না হয়েও পার্লামেন্টের যে –কোনো কক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন? অ্যাটর্নি জেনারেল

ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারা অনুসারে সংসদের উভয় কক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়? 112

নিম্নলিখিত কোন বা কোনগুলি নিয়ে ভারতের সংসদ গঠিত? রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা

লোকসভার স্পিকার –দুই বিরোধী পক্ষের ভোট সমান হলে ভোট দেন

লোকসভার সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা হল –550

লোকসভার সদস্যগণ –প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন

লোকসভার কতগুলি আসন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য বরাদ্দ? 20

ভারতের কোন রাজ্যের জন্য কতগুলি লোকসভার আসন বরাদ্দ হবে সেটি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়? রাজ্যের জনসংখ্যা

কোন রাজ্য থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সাংসদ লোকসভায় আছেন? উত্তরপ্রদেশ

কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 6 বছর করা হয়েছিল?

42তম

লোকসভার কোনো অর্থবিল পাস হয়ে যাওয়ার পর, রাজ্যসভা বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বাধিক কত দিন বিলম্ব করতে পারে? 14 দিন

জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে প্রথম ধাপে, রাষ্ট্রপতি লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ কত দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন? 1 বছর

লোকসভার স্পিকার –লোকসভার সাংসদদের দ্বারা নির্বাচিত হন

লোকসভার জিরো আওয়ারের সময়কালে সর্বাধিক কত হতে পারে? ভারতীয় সংবিধানে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি

রাজ্যসভার কতজন সদস্য প্রতি 2 বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন? মোট সদস্যসংখ্যার এক –তৃতীয়াংশ

লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন –প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় অধিবেশন চলাকালীন কোনো সদস্য সভাকে না জানিয়ে বা সভার অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বাধিক কত দিন পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়? 60 দিন

সভার কার্য পরিচালনা করার জন্য লোকসভায় মোট সদস্যসংখ্যার ন্যূনতম কত শতাংশের উপস্থিতি (কোরাম) আবশ্যক –এক –দশমাংশ

কে লোকসভার প্রথম স্পিকার ছিলেন? জি ভি মাভলঙ্কার

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে –সংসদের ওপর

প্রোটেম স্পিকারের কাজ হল –সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানো এবং অধ্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করা

কোন লোকসভা পাঁচ বছরের বেশি কার্যকর ছিল? পঞ্চম লোকসভা

বিধানসভায় নির্বাচিত বিধায়কের সংখ্যা সর্বাধিক কত হতে পারে? 500

রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ মনোনীত/নির্বাচিত হন –জনগণ দ্বারা

বিধানসভায় অর্থবিল উত্থাপনের জন্য কার পূর্বানুমতি আবশ্যক? রাজ্যপাল

রাজ্য আইনসভার অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ্যপালের ঘোষিত কোনো অর্ডিন্যান্স সর্বাধিক কত দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে? 6 মাস

ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল যদি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বা টার্ম শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তাঁর কার কাছে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করতে হবে? রাষ্ট্রপতি

রাজ্যের মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান –রাজ্যপাল

কোনো ব্যক্তি একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল হলে তাঁর বেতন প্রদান করে –সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি

লোকসভার স্পিকার তাঁর কাস্টিং ভোট দিতে পারেন কেবলমাত্র –ভোটাভুতির সময় প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক সাংসদের ভোট পড়ে

লোকসভার প্রথম মহিলা স্পিকার হলেন –মীরা কুমার

লোকসভার স্পিকার যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন –নীলম সঞ্জীব রেড্ডি

বিচারব্যবস্থা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল

Supreme Court র বিচারপতিদের অবসরের বয়স –65 বছর

শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করার অধিকারী হল –সুপ্রিমকোর্ট

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন –রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় সংবিধানের যে-কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার চূড়ান্ত অধিকার আছে –সুপ্রিমকোর্টের

ভারতের কোন রাজ্য প্রথম লোকাযুক্ত নিয়োগ করেছে? মহারাষ্ট্র

'ওমবাডসম্যান ইনস্টিউশন' প্রথম প্রচলিত হয় –সুইডেনে

কোন মামলার রায়দানের সময় সুপ্রিমকোর্ট ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল? কেশবানন্দ ভারতী মামলা

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের শপথবাক্য পাঠ করান –রাষ্ট্রপতি

সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে কার কাছে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করতে হবে? রাষ্ট্রপতি

ভারতের সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হয় –1950 সাল

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য হাইকোর্ট লেখ জারি করতে পারে সংবিধানের –226 নং ধারা অনুযায়ী

দুই বা ততোধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একই হাইকোর্ট স্থাপন করা যায় –সংসদ দ্বারা

কোন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একই হাইকোর্ট আছে? পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চন্ডীগড়

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন –ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতির দ্বারা

mail us: contact@zerosum.in

কত বছর বয়সে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ অবসর গ্রহণ করেন? 62 বছর

নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই হাইকোর্টের বিচারকদের রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন –সংসদ উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই –তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পদচ্যুতির প্রস্তাব পাস হলে

কী কারণে হাইকোর্টের বিচারককে পদচ্যুত করা যায়? প্রমাণিত অসামর্থ্য বা অসদাচরণ

জরুরি অবস্থা

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য প্রথম কত সালে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়? 1975

রাষ্ট্রপতির জারি করা জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে কত দিনের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষের প্রতিটিতে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে হয়? 6 মাস

নিম্নলিখিত কে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 6 বছর করতে পারেন? জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি

জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন রাষ্ট্রপতি প্রথম ধাপে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ বাড়াতে পারেন –1 বছর

রাষ্ট্রপতি কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন যদি –রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের সুপারিশে সন্তুষ্ট হন ও মানে করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে না

সবথেকে বেশিবার ঘোষিত হয়েছে –রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষিত জরুরি অবস্থা

জাতীয় জরুরি অবস্থা সংসদে অনুমোদিত হলে জারি থাকতে পারে? 6 মাস

আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করা যায় যদি –দেশের আর্থিক অবস্থা বা নিশ্চয়তা বিপন্ন হয় বা তার আশঙ্কা দেখা যায়

আজ পর্যন্ত আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে –একবারও নয়

জাতীয় জরুরি অবস্থা সর্বাধিক কার্যকারী থাকতে পারে –অনির্দিষ্টকাল

সাংবিধানিক সংস্থা

ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারার অধীনে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে? 315 নং

সর্বভারতীয় কৃত্যকের সদস্যদের নিয়োগ করেন –রাষ্ট্রপতি

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সৃষ্টি হয় –সংবিধান দ্বারা

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন –রাষ্ট্রপতির দ্বারা

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন –রাষ্ট্রপতির দ্বারা

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যরা স্বপদে থাকেন –6 বছর অথবা 65 বছর বয়স পর্যন্ত

ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক স্বপদে আসীন থাকেন –6 বছরের জন্য

ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই পদচ্যুত করা যায় –সংসদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক

ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন –রাষ্ট্রপতির কাছে

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদটি সৃষ্টি হয়েছে –সংবিধান দ্বারা

ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন –কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ আইন আধিকারিক

অ্যাটর্নি জেনারেল স্বপদে থাকেন –রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী

ভারত সরকারের মুখ্য আইনগত পরামর্শদাতা হলেন –অ্যাটর্নি জেনারেল

অর্থ কমিশন গঠিত হয় একজন সভাপতি ও –4 জন সদস্য নিয়ে

পঞ্চায়েতিরাজ

সংবিধানের কোন অংশে রাষ্ট্রকে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে? রাষ্ট্রের নির্দিশমূলক নীতি

সংবিধানের কোন সংশোধনে পঞ্চায়েতকে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? 73

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্তর হল –পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত ভোট অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় –রাজ্য সরকার

ভারতীয় সংবিধানের একাদশ তফশিলে পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত কতগুলি বিষয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে? 29টি

'নগরপালিকা আইন' ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর তফশিলের অন্তর্ভুক্ত? দ্বাদশ

পঞ্চায়েতিরাজ হল –একটি প্রশাসনিক কাঠামো

কত সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত বিল সংশোধিত আকারে বিধানসভায় গৃহীত হয়? 1973

পঞ্চায়েতিরাজ যে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি হল –গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের প্রধান উৎস –সরকারি সাহায্যে

দক্ষয়তার সাথে কাজ করার জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কার সাহায্যের প্রয়োজন হয়? স্থানীয় জনসাধারণের

কোন রাজ্যে এখনও পঞ্চায়েতিরাজ প্রবর্তিত হয়নি? নাগাল্যান্ডে

যে কমিটির সুপারিশক্রমে স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চায়েতিরাজ প্রবর্তিত হয়েছিল সেই কমিটির প্রধান ছিলেন – বলবন্ত রাই মেহেতা

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গঠিত হয় –জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে

অশোক মেহেতা কমিটি সুপারিশ করে –ত্রিস্তর-এর পরিবর্তে দ্বিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়সীমা স্থির করে –রাজ্য সরকার

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে –সমস্ত অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, লাক্ষাদ্বীপ ও মিজোরাম ব্যতীত)

পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে পৌর শাসনব্যবস্থার জনক হলেন –লর্ড রিপন

পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে –6টি

পৌরসভার পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স হল –21 বছর

সংবিধানের কত নং ধারায় পৌরসভা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে? 243(P)-243(ZG)

কত সালে 74তম সংবিধান সংশোধন বিল সংসদে পাস হয়? 1992

74তম সংবিধান সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন –1993 সালে

সংবিধান বিষয়ক আলোচনা

কোন সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট মৌলিক কর্তব্য-সংক্রান্ত অংশটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে? 1976

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারার অধিনে গঠিত হয়েছে? 315

ভারতীয় সংবিধানের একাদশ তফশিলে পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত কতগুলি বিষয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে? 29টি
'নগরপালিকা আওইন' ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর তফসিলের অন্তর্ভুক্ত? দ্বাদশ

কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 6 বছর করা হয়েছিল? 42তম

কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টের 'বিচারবিভাগীয় পুনর্বিবেচনা'-র ক্ষমতা হ্রাসের সংসদীয় প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল? 42তম

ভারতীয় সংবিধানে কত প্রকারের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ আছে? 3

ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি কোন দেশের সংবিধানকে অনুকরণ করে গড়ে উঠেছে? দক্ষিণ আফ্রিকা

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

কততম সংবিধান সংশোধনীকে 'মিনি রিভিশন অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন' বলা হয়? 42তম

কোন সংবিধান সংশোধনী সংসদকে সংবিধানের যে-কোনো অংশ সংশোধনের ক্ষমতা প্রদান করে? 24তম

কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পৌরসভাগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হয়? 74তম

কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দেশীয় রাজন্যবর্গের উপাধি এবং বিভিন্ন সুযোগসুবিধার অবসান ঘটানো হয়? 26তম

ভারতীয় সংবিধানের 42তম সংশোধনী –নাগরিকদের অবশ্যপালনীয় মৌলিক কর্তব্যগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে

সংবিধানের 52তম সংশোধনীর মাধ্যমে –দলত্যাগের প্রবণতাকে সংযত করা হয়

কত সালে ভারতে প্রথম 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' জারি হয়েছিল? 1962

কত সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত বিলটি সংশোধিত আকারে বিধানসভায় গৃহীত হয়? 1973

ভারতীয় সংবিধানের 86তম সংশোধনীতি কত সালে পাস হয়? 2002 সালে

কত সালে ভারতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠিত হয়? 1952

কত সালে সরকারি ভাষা আইন পাস হয়? 1963

কত সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম যোজনা কমিশন গঠিত হয়? 1950

কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটার হওয়ার ন্যূনতম বয়স 21 থেকে কমিয়ে 18 বছর করা হয়?

61 তম

রাজস্থানে পঞ্চায়েতিরাজের সূচনা হয় – 1959 সালে

কোন সালে ভারতের সংবিধানে প্রথম সংশোধিত হয়? 1951

জম্মু ও কাশ্মীর জন্য বিশেষ মর্যাদার বিষয়গুলি ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে?

370 নং

সরকারি ভাষা ও স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা

মূল সংবিধানে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে কতগুলি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল? 14টি

সংবিধান কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে –অষ্টম তফশিলে

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে কটি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে? 22টি

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রথম ভাষা কমিশন গঠিত হয় –1955 সালে বি জি খের-এর নেতৃত্বে

'সরকারি ভাষা আইন' পাস হয় –1963 সালে

ভারতের যুক্তরাষ্টীয় কাঠামো ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত আছে –কেন্দ্রীয় তালিকার ওপর

রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে –রাজ্য তালিকার ওপর

কেন্দ্রীয় তালিকার কটি বিষয় উল্লিখিত আছে? 100টি

আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা বর্ণিত ছিল – রাজ্য পুনর্গঠন আইন, 1956 –এ

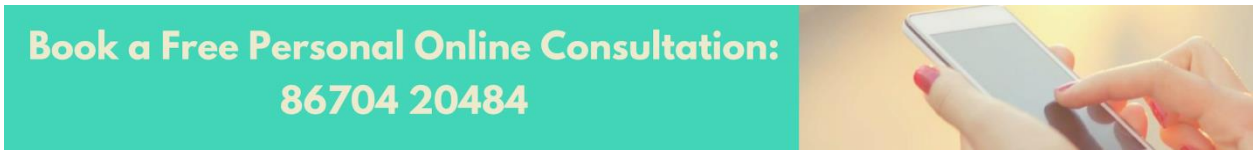

ABOUT OUR COURSES

WBCS PRELIMS-MAINS ADVANCE COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Advance Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Advance Course duration is 6 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 1000 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 20000 (EMI Available: 10000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS FOUNDATION COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Foundation Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Foundation Course duration is 12 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 500 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 35000 (EMI Available: 10000+5000+5000+5000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS PREMIUM COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Premium Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Premium Course duration is 12 months. And support will be provided till success.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 52000 (EMI Available: 20000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+2000)

WBCS PRELIMS-MAINS POSTAL COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Postal Course is a distance mode program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Postal Course duration is 1 month.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 15000 (EMI Available: 10000+5000)

Zero-Sum e-Library:

- Study material on five topics of five subjects in a PDF format per month.
- Five mock test per month.

Fees: 50/ month

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com